হেফাজতে ইসলামের আন্দোলন ও
শাপলা চত্বরে শাহাদতবরণকারীদের
স্মৃতিস্মারক

শহীদনামা

[প্রতিযোগিতা-সংস্করণ সংক্ষিপ্ত]

শহীদি কাফেলা হেফাজতে ইসলাম
ইসলাম ও স্বাধীনতার অনন্ত প্রহরী

মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক

২০০৮ সালের আগপর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস মূলত দুটি রাজনৈতিক শক্তির ছায়ায় গঠিত হয়েছে- আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। এই দুই দল পালাক্রমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে রেখে দেশের ভবিষ্যত নির্ধারণ করে এসেছে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের শাসনামল বিশেষ করে ইসলামপ্রিয় জনসাধারণ, দেশপ্রেমিক নাগরিক ও আলেম-উলামাদের জন্য এক দুর্বিষহ সময় ছিল। একাত্তরের যে মুক্তিযুদ্ধে বহু মানুষ শুধু জুলুম আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আল্লাহ আকবার ধ্বনি দিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সেই আত্মত্যাগকে কেবল একটি পক্ষের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ২০২৪ সালের আন্দোলন, যার মূলে ছিল ইসলামী মূল্যবোধ, সামাজিক ন্যায় বিচার ও জাতীয় চেতনাভিত্তিক রাজনৈতিক জাগরণ-সেখানে যারা শাহাদাত বরণ করেছেন, যারা বুক চিতিয়ে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, তারা সেই জুলুম ও বৈষম্যবিরোধী ধারাবাহিকতাই বহন করেছিলেন।

বিগত স্বৈরাচার গোষ্ঠী ও তাদের সুবিধাভোগী শ্রেণি বরাবরই স্বাধীনতার প্রকৃত চেতনাকে নিজেদের মতো করে উপস্থাপন করে। এরা রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার করে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে দুর্বল করতে চেষ্টা চালায়।

তাদের কর্মকাণ্ডের অন্যতম ইতিহাস ছিল ১৯৭২ সালের সংবিধান- যা একটি ধর্মভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এই সংবিধান থেকে ইসলামী চেতনার উপস্থিতি মুছে ফেলার মাধ্যমে তারা বিজাতীয় মূল্যবোধ ও নীতিকে সমাজে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছে। স্বাধীনতার পর তৃতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ ইসলাম ও মুসলিম জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে অবস্থান নিয়ে একের পর এক মুসলিম জাতিসত্তা ও ইসলামী চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে থাকে। যার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো নিম্নরূপ-

সংবিধান থেকে 'আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস' তুলে দেওয়া

৭২-এর সংবিধান মূলত চারটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে- সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র। এরপর সংবিধানের সংশোধনীতে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' নীতিটি বাদ দিয়ে তার স্থলে আনা হয় 'আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'। কিন্তু ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরপরই সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' ফিরিয়ে আনার সুপারিশ করা হয় হয় এবং ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ৫ম সংশোধনকে বাতিল করা হয়। অর্থাৎ এই সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয় 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এবং বাদ দেওয়া হয় 'মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস- এই নীতিটি।

জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০০৯

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন ড. কুদরত-এ-খুদার শিক্ষা কমিশন (১৯৭২-৭৪)। এই শিক্ষা কমিশন সর্বপ্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজটি করেছিল, কিন্তু ধর্মীয় ভাবধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে জনগণ কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যাত, ধিকৃত ও নিন্দিত হয়। এ শিক্ষা কমিশন নব্বইটি প্রশ্ন সম্বলিত একটি প্রশ্নমালা। সেই শিক্ষামালাটি শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকসহ মোট ১৫৫৫ জনের কাছে প্রেরণ করেন। উত্তর দেন ২৮৬৯ জন। উত্তরদাতাদের মাঝে ২২৮৫ জনই মাধ্যমিক অথবা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ধর্ম শিক্ষাকে বহাল রাখার পক্ষে মত দেন। ধর্মশিক্ষাকে তুলে দেওয়ার পক্ষে মত দেন মাত্র ১১৬ জন। অন্যরা এ ব্যাপারে কোনো মতামত দেননি। একইভাবে 'মাদরাসা শিক্ষার প্রয়োজন নেই' এ মত দেন মাত্র ৭৬ জন। ১৭২২ জন মাদরাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে একীভূত করার পক্ষে মত দেন। অন্যরা মত দেন মাদরাসা শিক্ষাকে বহাল রাখার পক্ষে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এর কোনোটিই প্রতিফলন ঘটেনি ড. কুদরত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্টে।

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তারা অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠন করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি। এই শিক্ষানীতি প্রণীত হয় ১৯৭২ এর ড. কুদরত-এ-খুদা কমিশনের ওপর ভিত্তি করে। এতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কৌশল ৪-৫ বছর করা হয়, মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডায় ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সকল ধরনের শিশুদের ধর্মীয় জ্ঞান, অক্ষর জ্ঞানসহ আধুনিক শিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মূলত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মাদরাসা ও স্কুলে ধর্ম না পড়িয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা প্রভৃতি উপাসনালয়ের মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। বস্তুত, এর মাধ্যমে ধর্মশিক্ষাকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ, রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার হীন কৌশল অবলম্বন করা হয়।

নারীনীতি-২০১১

২০১১ সালের ৮ মার্চ সরকারের নিয়মিত মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগ সরকারের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি- ২০১১ (National Women Development Policy, 2011) নামক নীতিটি অনুমোদন করা হয়। এই নীতি প্রণীত হয় ১৯৯৭ সালের নারী নীতির আলোকে। ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ন নীতিতে নারী-পুরুষের সমান উত্তরাধিকার দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। ২০০৪ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার এতে কিছু পরিবর্তন করে। যেমন সম্পত্তি, ভূমি ও উত্তরাধিকারে সমঅধিকার (equal rights) শব্দগুলো বাদ দেওয়া হয়। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৭-এর নীতিকে আবার প্রায় অক্ষরে অক্ষরে পুনর্বহাল করা হয়। তবে সমঅধিকারের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার (Inheritance) শব্দের স্থলে স্থাবর-অস্থাবর (Moveable and Immoveable Property) সম্পত্তি কথাটি যোগ করা হয়।

হেফাজতে ইসলামের জন্ম

এই যে গুরুত্বপূর্ণ ৩টি ঘটনা, এগুলো সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি করে। আলেম-উলামারা বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ করলেও তা সংগঠিতভাবে রূপ পায়নি। ঘটনাগুলো ঘটানোর জন্য সরকার অনেক দিন ধরেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল। এই প্রেক্ষাপটে, ১৭ জানুয়ারি ২০১০ হাটহাজারী মাদরাসায় আল্লামা শাহ আহমাদ শফির আহ্বানে এক বৈঠকে মিলিত হন চট্টগ্রামের শীর্ষ আলেমরা। সেখানে ধেয়ে আসা নাস্তিক্যবাদের স্রোতের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গঠনের বিষয়টি আলোচনা হয়। ১৯ই জানুয়ারি দ্বিতীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, লালদীঘির ময়দানে একটি বড় সমাবেশ হবে। তখনই একটি নতুন সংগঠন গঠনের প্রস্তাব ওঠে, যা হবে অরাজনৈতিক ও দল নিরপেক্ষ।

সংগঠনের নাম নিয়ে আলোচনা চলাকালীন মাওলানা আব্দুল হালিম বুখারী প্রথম প্রস্তাব করেন 'হেফাজতে ইসলাম'। আর উচ্চারণ সহজ করতে মাওলানা সুলতান যাওক নদভী নামটি ফারসি রূপে 'হেফাজতে ইসলাম' রাখার পরামর্শ দেন। এ নামটিই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। আল্লামা আহমদ শফীকে হেফাজতে ইসলামের আমির এবং মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীকে নায়েবে আমির নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীতে মুফতি আবদুর রহমান , সিনিয়র নায়েবে আমির হিসেবে যুক্ত হন। সংগঠনের মহাসচিব হন আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী রহ।

শাহবাগ ও নাস্তিকদের ঔদ্ধত্য

২০১৩ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে প্রাপ্ত কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন রায়ের প্রতিবাদে শাহবাগে আন্দোলন শুরু হয়। শুরুতে রায় পরিবর্তনের দাবি থাকলেও, সময়ের সাথে সাথে এই আন্দোলনের কিছু অংশে ধর্মবিরোধী আচরণ প্রকাশ পায়। দাড়ি-টুপি পরিহিত মুসলমানদের ওপর হামলা, বোরখা পরা নারীদের তল্লাশি, এমনকি নাটকে ইসলামী চিহ্ন ও পোশাককে অবমাননা করতে শুরু করে। তারা ইন্টারনেটের বিভিন্ন সাইটগুলোকে বিশেষ করে

ব্লগ সাইটগুলোকে তাদের মিশন পরিচালনার মূল অভয়ারণ্য পরিণত করে। আর লোকচক্ষুর আড়ালে নাস্তিক্যবাদের ভয়ঙ্কর বিষ ছড়াতে থাকে, যার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপারটি ছিল এদের সংখ্যালঘু মানুষের প্রাণপ্রিয় ধর্ম ও তাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে জঘন্যতম অশ্লীল বিভিন্ন ধরণের কটূক্তি।

ব্লগে নাস্তিকদের অপকর্ম সম্পর্কে ধারণা পেতে দু'টি উদাহরণ দেওয়া যাক..

তারা রাসুল (সা.)-কে 'মোহাম্মাদ (মহা-আহম্মক)' বলে এবং তার খতমে নবুওয়াতের মোহরকে খাদিজা রাযি. এর জুতার আঘাতের চিহ্ন বলে চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দেয়। তারা কুরআনের আয়াতকে যথেচ্ছা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে এবং কুরআনকে বাজেয়াপ্ত করার দাবি জানায়।

হাদিসকে 'হা-হা হাদিস' বলে উপহাস করে। রাসুল (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে জঘন্য কুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা লেখে।

ব্লগের এসব নাস্তিকদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত আসিফ মহিউদ্দিন বলে, ঢাকা শহরের সব মসজিদকে পাবলিক টয়লেট বানানো উচিত (নাউযুবিল্লাহ)। সে সিজদা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখে- 'মোহাম্মদ তার ইয়াদোস্তদের লইয়া প্রায়শই কাবাপ্রাঙ্গণে আরবি (মদ) খাইয়া পড়িয়া থাকিত (নাউযুবিল্লাহ)।' প্রথম আলো পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক আনিসুল হক 'ছহি রাজাকারনামা' শিরোনামে তার একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনায় পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াতের বিদ্রুপাত্মক তরজমা করে। বইটিতে পর্দানশীল নারী ও দাড়ি-টুপি ধারী আলেমদের নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র আঁকে শিল্পী শিশির ভট্টাচার্য।

ইসলাম বিদ্বেষী ব্লগগুলো হচ্ছে সামহোয়্যার ইন ব্লগ, আমার ব্লগ, মুক্তমনা ব্লগ, নাগরিক ব্লগ, ধর্মকারী ব্লগ, নকশা ব্লগ, সচলায়তন ব্লগ, চতরাপাতা ব্লগ, মতিকণ্ঠ ব্লগ ইত্যাদি। এ ব্লগসাইটগুলোর অধিকাংশই পরিকল্পিতভাবে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি। সামহোয়্যার ইন ব্লগসহ অন্যান্য ব্লগের মূল কাজই ছিল ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষ ছড়ানো। সব ব্লগারদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল আসিফ মহিউদ্দিন। ধারণা করা হয়, কুখ্যাত নাস্তিক আসিফ মহিউদ্দীনের ইসলামবিদ্বেষী কর্মকাণ্ডকে বাংলাদেশের প্রথম সামাজিক ব্লগ সামহোয়্যার ইন ব্লগের মালিক দম্পতি সব সময়ই ইন্ধন জুগিয়েছে। ইহুদি অর্থায়নে পরিচালিত জার্মান সংবাদ সংস্থা ডয়েচে ভেলের ২০১২ সালের আন্তর্জাতিক ব্লগ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ ব্লগারের পুরস্কার পায় বাংলাদেশের কুখ্যাত নাস্তিক আসিফ মহিউদ্দিন। অপর একটি ব্লগ 'আমার ব্লগ'-এর মালিক হল সুশান্ত দাশ গুপ্ত। ইসলামের বিরুদ্ধে ইচ্ছামতো অশ্লীল লেখা প্রকাশ করে এই ব্লগটি। এ ব্লগেই মহানবী (সা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হয়। তাদের এই সব আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে ধর্মীয় আবেগসম্পন্ন একদল আততায়ীর হাতে ২০১৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারিতে নাস্তিক রাজীব হায়দার ওরফে থাবা বাবার মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

শাহবাগের পক্ষে মিডিয়া ট্রায়াল

প্রযুক্তিকে বলা হয় বিজ্ঞানের আশীর্বাদ। আর মিডিয়া হলো প্রযুক্তির আশীর্বাদ। কিন্তু এই মিডিয়া যখন অপব্যবহার হয়, তখন আশীর্বাদ অভিশাপে পরিণত হয়। তারই বাস্তব চিত্র দেখা যায় ২০১৩-তে শাপলা ম্যাসাকারের পূর্বে ও পরবর্তী সময়ে। শাহবাগের আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে ভারতীয় মিডিয়াগুলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাদের সমর্থন যোগাতে থাকে। এদিকে বাংলাদেশের মিডিয়াগুলোও এই আন্দোলনের পক্ষে সমর্থনমূলক কভারেজ করতে থাকে। বলা যায় মিডিয়াই গুটিকয়েক মানুষের আন্দোলনকে সারাদেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে।

ঈমান ও দেশ রক্ষা আন্দোলন গঠন ও হেফাজতের সাথে সমন্বয়

শাহবাগ কেন্দ্রিক নাস্তিকবাদীদের আন্দোলন ও ইসলামী কৃষ্টি-কালচারের ধ্বংসের প্রলয় থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্য রাজধানী ঢাকার ওলামায়েকেরাম নির্দলীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী , মুফতি ওয়াক্কাস ও মাওলানা মাহফুজুল হকসহ নেতৃত্বে ইসলামী জনতা ঢাকায় প্রতিরোধ যুদ্ধে নেমে পড়ে। তবে নাস্তিকবাদী আন্দোলনের তুলনায় তা ছিল অপ্রতুল। দেশ ও ইসলাম বিরোধী এ সর্বব্যাপী সয়লাবকে মোকাবিলায় বৃহত্তর ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নেতৃবৃন্দ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকাস্থ ওলামায়েকেরাম দেশের শীর্ষ মুরুব্বি হিসেবে আল্লামা আহমদ শফী ও চট্টগ্রামের ওলামায়েকেরামের সাথে মতবিনিময় করেন এবং জাতির ক্রান্তিলগ্নে জাতীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে রাজপথে নামার আহ্বান জানান আল্লামা আহমদ শফী কে। সে মতে আল্লামা আহমদ শফী -এর নেতৃত্বে দেশব্যাপী একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে হেফাজতে ইসলামের ব্যানারে কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত হয় এবং ৯ই মার্চ'১৩ হাটহাজারী মাদরাসায় আহুত ওলামা সমাবেশ থেকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

হেফাজতে ইসলামের খোলাচিঠি ও ১৩ দফা

২০১৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি, ইসলাম ও মহানবী (সা.)-কে অবমাননা করার অভিযোগে ব্লগার রাজীব হায়দার ওরফে থাবা বাবাকে হত্যা করা হয়। তার লেখাগুলো যখন বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শাহবাগে একটি বিশেষ গোষ্ঠী ইসলাম ও নবীবিদ্বেষী অবস্থান নিয়ে আস্ফালন শুরু করলে মুসলিম জনতা গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে। এই প্রেক্ষাপটে, ২২ই ফেব্রুয়ারি হেফাজতের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফী জাতির উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি প্রদান করেন। দৈনিক আমার দেশ সেটি 'শাহবাগে ইসলাম বিদ্বেষের প্রতিবাদে গর্জে উঠুন' শিরোনামে প্রকাশ করে। যেখানে ইসলাম, নবী সা. এর সম্মান ও মুসলমানদের সম্মান রক্ষার আহ্বান জানানো হয়। অতঃপর ৯ মার্চের ওলামা সম্মেলন থেকে সরকারের কাছে ১৩ দফা দাবি পেশ করা হয়।

হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা দাবি

০১. আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-কে কটূক্তিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করে সংসদে আইন পাশ করতে হবে।

০২. আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর অবমাননাকারী নাস্তিক ব্লগারদের গ্রেফতার ও শাস্তি দিতে হবে।

০৩. ইসলাম বিরোধী সকল অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে; সকল ইসলাম বিরোধী বই নিষিদ্ধ করতে হবে।

০৪. কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করে তাদের সব কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করতে হবে।

০৫. মুসলিম নারীদের পর্দাশীলতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা পরিবেশ, অপসংস্কৃতি ও পশ্চিমা নগ্নতা বন্ধ করতে হবে।

০৬. ইসলামবিরোধী এনজিওগুলোর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে।

০৭. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক ইসলামি শিক্ষা চালু করতে হবে।

০৮. ইসলামবিরোধী পাঠ্যবই সংশোধন করতে হবে।

০৯. সব ইসলামি রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে বাধা প্রদান বন্ধ করতে হবে।

১০. মসজিদ-মাদরাসার ওপর নজরদারি ও দমনমূলক পদক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

১১. ইসলামি মূল্যবোধের পরিপন্থী নারীনীতি বাতিল করতে হবে।

১২. ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা সংবিধান থেকে অপসারণ করতে হবে।

১৩. ইসলামি অনুশাসন অনুযায়ী দেশ পরিচালনার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে হবে।

হেফাজতের ৬ এপ্রিলের লংমার্চ

নাস্তিক-মুরতাদদের শাস্তির দাবিতে ঢাকার ঐতিহাসিক শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ৬ই এপ্রিল ১৩ লংমার্চের আহ্বান করে। ওই দিন লংমার্চ-পরবর্তী মহাসমাবেশ থেকে ঘোষিত হয় হেফাজতে ইসলামের ঐতিহাসিক ১৩ দফা দাবি। পাশাপাশি জেলায় জেলায় শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সরকারকে এক মাসের আল্টিমেটাম দেওয়া হয়- এক মাসের মধ্যে দাবি না মানলে ৫ই মে'১৩ ঢাকা অবরোধ করা হবে।

দলমত নির্বিশেষে সেই লংমার্চে মানুষ উপস্থিত হয়েছিল। সেদিন ভোর থেকেই খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে শাপলা চত্বরের দিকে আসতে থাকে তৌহিদি জনতার ঢল। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা নাস্তিক ব্লগারদের ফাঁসি এবং শাহবাগের তথাকথিত গণজাগরণ মঞ্চের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে। মুহুর্মুহু স্লোগানে প্রকম্পিত হয় মতিঝিল বাইতুল মুকাররমসহ আশপাশের অঞ্চল। যে ফুলে উঠা কোন জনসমুদ্র। সারাদেশ দেশ থেকে আসা হেফাজতের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করতে থাকেন। সেই লংমার্চের যোগ দিয়েছিল ইসলামকে ভালোবাসে এমন সকল তৌহিদি জনতা। তখন কোন দল বা ঘরোয়া ছিল, সবাই ছিল নবীপ্রেমিক তৌহিদি জনতা। সারাদেশের প্রতিনিধিত্বশীল প্রায় সকল আলেম ও নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রেখেছেন শাপলা চত্বরের সেই লংমার্চের মঞ্চে।

৫ মে ঢাকা অবরোধ

৫ই মে'১৩ হেফাজতে ইসলামের নেতৃত্বে দেশের আপামর তৌহিদি আলেমওলামা ও তাদের সমর্থকরা ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি শুরু করে। ঘোষণা অনুযায়ী, এদিন ভোর থেকে প্রথমে ঢাকা প্রবেশের ৬টি প্রবেশদ্বার অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। দুপুরের পর হেফাজতের কর্মীরা অবরোধ কর্মসূচি গুটিয়ে শাপলা চত্বরে আল্লামা আহমদ শফীর নেতৃত্বে 'দোয়া' কর্মসূচি পালনের জন্য জড়ো হতে শুরু করে। তাদেরকে ঢাকা মহানগর পুলিশের পক্ষ থেকে দুপুর ৩টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। শাপলা চত্বরে আসার পথে ক্ষমতাসীন

আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী ও ফ্যাসিস্ট হাসিনার পেটুয়া বাহিনির হাতে হেফাজত কর্মীরা আক্রান্ত হন। বিশেষ করে গুলিস্তানে আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে দিয়ে শাপলা চত্বরে আসার সময় আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীগ্রুপ যুবলীগের কর্মী ও সমর্থকরা হেফাজত কর্মীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। বিনা উস্কানিতে নিরীহ নিরস্ত্র হেফাজতকর্মীদের উপর আক্রমণ চালায়। এ সময় পুলিশের গুলি ও সরকার সমর্থকদের হামলায় কয়েকশ হেফাজতকর্মী আহত এবং ৩ জন কর্মী শাহাদতবরণ করেন। হেফাজত কর্মীরা ইট-পাটকেল ছুঁড়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এরপর দুপুর আনুমানিক ৩টা থেকে সমাবেশ শুরু হয় এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে অবস্থানকারী হেফাজত নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে তাদের ১৩ দফা বাস্তবায়ন চেয়ে বক্তব্য দিতে থাকে। এভাবেই চলতে থাকে তাদের এই সমাবেশ। এরই মধ্যে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ সাংবাদিক সম্মেলন করে হেফাজতে ইসলামকে সমাবেশ গুটিয়ে ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য হুঁশিয়ারি করেন। সন্ধ্যার পরও হেফাজতের নেতারা সমাবেশে বক্তব্য রাখছিলেন। তবে রাত আনুমানিক আটটার এশার নামাজের আগে এই বক্তব্য থেমে যায়।

কথা ছিল আমির হেফাজত এসে দোয়া করে সমাবেশ সমাপ্ত করবেন। রাত সাড়ে দশটার দিকে পুলিশ নিরাপত্তা দিয়ে হেফাজতে ইসলামের প্রধান শাহ আহমদ শফী -কে লালবাগ মাদরাসা থেকে নিয়ে শাপলা চত্বরে নিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু কিছু পথ এসে অসুস্থতা এবং নিরাপত্তার অভাবের কথা বলে শাহ আহমদ শফী -কে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে জুনায়েদ বাবুনগরী এসে উনার পক্ষ থেকে সমাবেশে ঘোষণা করেন; আমিরে হেফাজত শাহ আহমদ শফী -কে সমাবেশে আসতে দেওয়া হয়নি। সকাল ৬টার পর আমিরে হেফাজত আসবেন। সুতরাং আজকের রাতটুকু আমাদের এখানে অবস্থান করতে হবে। এরপর হেফাজতের কর্মীরা সেই অন্ধকার রাতে যে যেখানে ছিলো সেখানেই বসে পড়েন। অনেক হেফাজতকর্মী গাছে হেলান দিয়ে অথবা সঙ্গে থাকা ব্যাগ কিংবা জুতা কাপড় বালিশ বানিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। অনেকে আবার সেখানেই বসে জিকির করতে থাকেন।

৬ মে নৃশংস হামলা

এদিকে পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনীর সদস্যরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে সেখানে হামলার পরিকল্পনা করে। যৌথবাহিনীর সদস্যরা পরিকল্পিতভাবে রামকৃষ্ণ মিশন

(আর কে মিশন) রোডটি বাদ দিয়ে দৈনিক বাংলা মোড় থেকে ১টি, ফকিরাপুল মোড় থেকে ১টি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেতর থেকে বের হয়ে মূল সড়কের দিকে ১টি- এই মোট ৩টি দলে ভাগ হয়ে একযোগে শাপলা চত্বরে অভিযান পরিচালনা করে। এসময় শুরু হয় টিয়ারগ্যাস, গুলি, সাউন্ড গ্রেনেডসহ নির্বিচারে আক্রমণ। আর কে মিশন রোডটি দিয়ে অভিযান না চালানোর উদ্দেশ্য ছিল- যাতে হেফাজত কর্মীরা আর কে মিশন রোড দিয়ে পালিয়ে রাজধানীর বাইরে চলে যেতে পারে।

অভিযান পরিচালনার আগে রাত আনুমানিক ১২.৩০ টায় মতিঝিলের প্রতিটি রাস্তার বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে পুরো এলাকাকে অন্ধকার ভুতুড়ে করে তোলে সাথে সাথে তারা গোপনে হেফাজতের মাইকের সংযোগও কেটে দেয়। যৌথবাহিনীর প্রায় ১০ হাজার সদস্য সম্মিলিতভাবে রাত আনুমানিক ২.১৫ টায় হেফাজত নিরীহ নিরস্ত্র ঘুমন্ত যিকিররত কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অভিযান ছিল নির্বিচারে গরম পানি, টিয়ারগ্যাস, কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড এবং এলোপাথারি গুলি। যৌথবাহিনীর সেই রাতের এই মহাযজ্ঞ অপারেশনের তিনটি সাংকেতিক নাম দেওয়া হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয় 'অপারেশন শাপলা', র‍্যাবের পক্ষ থেকে বলা হয় 'অপারেশন ফ্ল্যাশ আউট' এবং বিজিবির পক্ষ থেকে বলা হয় 'অপারেশন ক্যাপচার শাপলা'।

৬ই মে ২০১৩ বিভিন্ন থানার পুলিশ বাদী হয়ে মতিঝিল থানায় ৬টি, পল্টন থানায় ১২টি এবং রমনা থানায় ১টি মামলা দায়ের করে। এরপর ৭ই মে ২০১৩ পল্টন থানায় আরও ৪টি মামলা দায়ের করা হয়। এক্ষেত্রে ১৮৬২ জনসহ অজ্ঞাত ১,৩৩,০০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল কিসমত হায়াত, পরিচালক, র‍্যাব-১, ঢাকার বরাতে মানবাধিকার সংস্থা অধিকার-এর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়, ৬ই মে'১৩ রাত আনুমানিক ২.১৫টায় র‍্যাবসহ যৌথবাহিনী রাজারবাগ মোড় হয়ে ফকিরাপুল থেকে অভিযান শুরু করে। এই অভিযানে প্রায় ১৫০০ র‍্যাব সদস্য অংশ নেয়। র‍্যাবের পক্ষ থেকে এই অভিযানের সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন ফ্ল্যাশ আউট'। অভিযান চলে প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে। তিনি র‍্যাব-১-এর নেতৃত্ব দেন। র‍্যাব-৩-এর পক্ষ থেকে অধিনায়ক মেজর সাদিক এবং র‍্যাব-৪-এর পক্ষ থেকে পরিচালক কামরুল হাসান এবং র‍্যাব-১০-এর নেতৃত্ব দেন অধিনায়ক লে. কর্নেল ইমরান। তিনি বলেন, সরকারের উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাত ২.১৫ মিনিটে অভিযান শুরু হয়। প্রথমে পুলিশের ১টি রায়ট কার ও ১টি জলকামানকে সামনে রেখে র‍্যাব ও পুলিশ গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সামনে দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তারা মুহুর্মুহু টিয়ারগ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে থাকে। একই সাথে রাবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাস ও শটগানে গুলি ছুঁড়ার প্রচণ্ড শব্দে মতিঝিলসহ আশপাশ এলাকা কেঁপে ওঠে। গুলি ও সাউন্ড গ্রেনেডের তীব্রতায় মঞ্চে থাকা হেফাজত নেতৃবৃন্দ সেরে যেতে বাধ্য হন। কেউ কেউ চলে যায় টিকাটুলির দিকে, আবার কেউ চলে যায় সোনালী ব্যাংকের ভেতরে, কেউ পাশের ভবনে, কেউ বা অন্য অলিগলিতে।

মহসিন খান, পাবলিক রিলেশনস অফিসার, বিজিবি, পিলখানা, ঢাকার বরাতে অধিকার-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, ৬ই মে ২০১৩ শাপলা চত্বরে যৌথবাহিনীর অভিযানে বিজিবি সদস্যরা অংশ নেয়। তবে বিজিবি সদস্যরা অপারেশনে নিযুক্ত পুলিশ অফিসারের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে। এই অভিযানকে বিজিবির পক্ষ থেকে বলা হয় 'অপারেশন ক্যাপচার শাপলা'। এই অভিযানে কতজন বিজিবি সদস্য ছিল তা তিনি জানাতে পারেননি।

শাপলা চত্বরের অভিযানটি পরিচালিত হয় রাত আড়াইটার দিকে। অভিযানের রেকর্ডেড ভার্সন এই সরকারের সময় লাইসেন্স পাওয়া দুটি টিভি চ্যানেল (সময়টিভিও ৭১টিভি) তৎক্ষণিকভাবে প্রচার করে। পুলিশি অভিযানটি লাইভ সম্প্রচার করে শুধুমাত্র দিগন্ত টিভি। দিগন্ত টিভির সম্প্রচারে অভিযানের ভয়াবহতা বেশি দৃশ্যমান ছিল এবং তাদের লাইভে সাক্ষাতকার নেওয়া প্রত্যক্ষদর্শীরা শত শত প্রাণহানির দাবি করেছিল। চ্যানেলটির সম্প্রচার তৎক্ষণিক বন্ধ করে দেওয়া হয় অনুরূপ কারণ দেখিয়ে ইসলামিক টিভির সম্প্রচারও বন্ধ করে দেয়। মাইন উদ্দিন খন্দকার অতিরিক্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিবালয় অধিকারকে বলেন, ৬ই মে'১৩ মতিঝিলের শাপলা চত্বরে যে অভিযান চালানো হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সেই অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন ফ্ল্যাশ আউট'।

গণহত্যা

৫ই মে'১৩ এর রাতে গণহত্যায় বহু হেফাজতকর্মী ও সমর্থক নিহত ও নিখোঁজ হয়েছেন। ১২ই মে রোববারের যুগান্তর পত্রিকায় ৬ই কলামে লিড খবরের শিরোনাম ছিল 'দেড় লক্ষাধিক গুলিবারুদ ব্যবহার, হেফাজত দমনে সরাসরি অংশ নেয় ৭ হাজার ৫৮৫ সদস্য'। এতে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর বরাত দিয়ে বলা হয়, ৫ মে ওই অপারেশনে ১ লাখ ৫৫ হাজার গুলিবারুদ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা ৫ই মে সকাল থেকে রাতে শাপলা চত্বরের অভিযান পর্যন্ত সময়ের গুলিবারুদ ব্যবহারের হিসাব। ৬ মে ঢাকার প্রবেশপথ কাঁচপুর, সিদ্ধিরগঞ্জ ও সানারপাড় এলাকা থেকে হেফাজত কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করতে মাত্র দুই ঘণ্টায় আরও প্রায় ১০ হাজার গুলিবারুদ ব্যবহার করা হয়েছিল, তার হিসাব আসেনি এ খবরে। যদিও ৬ই মে চ্যানেল ২৪, ইন্ডিপেনডেন্ট ও ইটিভির খবরে এ হিসাব দেওয়া হয়েছিল। একইদিনে হাটহাজারী ও বাগেরহাটে হেফাজত কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ ব্যবহার হওয়া এবং দেশের অন্যান্য স্থানে হেফাজতকর্মীদের ছত্রভঙ্গ করতে ব্যবহৃত গোলাবারুদের সংখ্যা যোগ করলে সেটা ২ লাখ ছাড়িয়ে যাবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাতে যুগান্তর জানায়, ৫ই মে দুপুর থেকে পরদিন ৬ই মে ভোর পর্যন্ত ৮০ হাজার টিয়ারশেল, ৬০ হাজার রাবার বুলেট, ১৫ হাজার শর্টগানের গুলি এবং ১৫ হাজার সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাইরে পিস্তল-রিভলবারের গুলি ব্যবহার হয়েছে সাড়ে ৩শ রাউন্ড। এটা সরকারি হিসাব।

মিডিয়ার মিথ্যাচার

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, যেখানে এতবড় একটি গণহত্যার পর মিডিয়ার উচিত ছিল আহত-নিহত পরিবারের পাশে দাঁড়ানো এবং এই গণহত্যার প্রতিবাদ জানানো। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দেশীয় মিডিয়াগুলো ভয়ঙ্কর তথ্য সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়। তারা উল্টো নাশকতা সৃষ্টি, বিশৃঙ্খলা তৈরি, গাছ কাটা, ব্যাংক লুট ও কোরআন পোড়ানোর মত অভিযোগে অভিযুক্ত করে হেফাজতকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথম আলো পত্রিকা শাপলা চত্বরের অভিযান ও হেফাজতের অবস্থানের বিভিন্ন দিক এবং এর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য সম্ভলিত মোট ৩৩টি সংবাদ ছাপিয়েছে। এর মধ্যে মাত্র তিনটি ছিল হেফাজতের পক্ষে দেওয়া বিএনপি, জামায়াত ও হেফাজতের বিবৃতিমূলক। এছাড়া ১২টি বিশেষ প্রতিবেদন ছিল, যার কয়েকটির শিরোনাম হলো- 'হেফাজতের তাণ্ডবে নিঃস্ব অনেক ব্যবসায়ী', 'তাণ্ডবে বাদ যায়নি রাস্তার গাছও', ধ্বংস তাণ্ডব আর সবুজ উপড়ানোর চিত্র, 'যেন যুদ্ধ-পরবর্তী ধ্বংসলীলা', 'শিশুদের অরক্ষিত রেখে চলে যান নেতারা', 'হাজারো কর্মী নিয়ে মাঠে নামে ডিসিসি', 'ধ্বংসযজ্ঞের সাক্ষী হাউস বিল্ডিং', 'হেফাজতের কর্মীদের রোষানলে ব্যাংক', '৪০০ বছর বয়সী ঢাকায় এক কালো অধ্যায়' ইত্যাদি। বাকি সংবাদগুলো হেফাজতের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে সরকারের ও সরকার সমর্থক বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনে দেওয়া বক্তব্যভিত্তিক। এরপরের দু'দিনও এই পত্রিকায় এ ধরনের প্রতিবেদন বিরামহীন ছাপতে থাকে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলো, যে কজন লোক নিহতের কথা পত্রিকাটি স্বীকার করেছে, তাদের মৃত্যু পরবর্তী কোন 'ফলোআপ' সংবাদ ছাপায়নি। অন্যান্য হত্যাকাণ্ডের পর নিহতদের পরিবারের সাক্ষাৎকারভিত্তিক মানবিক প্রতিবেদন প্রকাশে প্রথম আলো সবার আগে থাকলেও, এই ঘটনার ক্ষেত্রে তারা একেবারেই নীরব ও ঘুমন্ত ভূমিকা পালন করে থাকে। অথচ মতিঝিল এলাকায় কয়েকটি ছোট গাছ কাটার জন্য হেফাজতকে দায়ী করে পত্রিকাটি সে কী মায়াকান্না।

অন্যান্য পত্রিকা যেমন কালেরকণ্ঠ, সমকাল, বাংলাদেশ প্রতিদিন, জনকণ্ঠ, সকালের খবর, যায়যায়দিন ইত্যাদি সবার চিত্রও প্রায় একই রকম। টিভিগুলোর সংবাদ ও অন্যান্য প্রোগ্রামেও চলতে থাকে হেফাজতবিরোধী প্রচারণা এবং সরকারদলীয়দের অপকর্ম হেফাজতের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার সরব প্রতিযোগিতা। আর এদিকে সরকার হাজার হাজার মামলা দিয়ে মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের গণগ্রেফতার শুরু করে।

কিন্তু এসব 'গল্প' যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তা ভিন্নমতের দু'একটি পত্রিকার প্রতিবেদনে এর মধ্যে উঠে এসেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ৭ই মে ইনকিলাব 'স্বার্থবাদী মিডিয়া যুবলীগের সন্ত্রাসীদের বাঁচাতে মরিয়া' শিরোনামে প্রতিবেদনে জানায়, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিস সংলগ্ন বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে যুবলীগের কিছু সন্ত্রাসী বইয়ের দোকানে আগুন দেয়। এ সময় দোকানে থাকা বিভিন্ন ইসলামী বইয়ের সঙ্গে পবিত্র কুরআনের অনেক কপি পুড়ে যায়। ঐদিন

হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশনের 'কার পার্কিংয়ে' আগুন দিয়ে অর্ধশত গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার দায় হেফাজতের উপর চাপিয়ে ৮ইস মে প্রথম আলো 'ধ্বংসযজ্ঞের সাক্ষী হাউস বিল্ডিং' শীর্ষক একটি বিশেষ প্রতিবেদন ছাপে। কিন্তু একইদিন ইন্টারনেটে লিক হওয়া একটি ভিডিওচিত্রে দেখা যায়, জিন্স প্যান্ট-শার্ট ও মাথায় হেলমেট পরা কিছু যুবক দীর্ঘ সময় ধরে প্রথমে পার্কিংয়ে থাকা গাড়িগুলো ভাঙচুর করে এবং পরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরা যে হেফাজতের সমাবেশে আসা কর্মী, মাদরাসার পোশাক পাঞ্জাবি-টুপি পরা লোক নয়, তা সবার কাছেই পরিষ্কার। এই ভিডিওটি আমাদের দেশ পত্রিকা কর্তৃপক্ষের কাছেও আছে বলে তারা জানায়। সবচেয়ে বড় কথা যারা

কুরআনের ইজ্জত রক্ষার জন্য জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, তারা কীভাবে কুরআন পোড়াতে পারে? মিথ্যা বললেও তো একটা সীমা থাকা চাই।

মোদিবিরোধী আন্দোলন

২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগমনকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশ জুড়ে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়। এটিই বাংলাদেশে মোদিবিরোধী আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি পায়। গুজরাটে মুসলিম গণহত্যা, বাবরি মসজিদ ইস্যু, পাশাপাশি ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর ক্রমাগত নির্যাতন, মুসলিমদের নাগরিকত্ব বিলুপ্তির ঘটনাকে সামনে রেখে বাংলাদেশের মানুষ মোদিকে অতিথি হিসেবে দেখতে চায়নি। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে সব ধরনের সুবিধা নিলেও মোদি সরকার বাংলাদেশকে প্রাপ্য অধিকার দিতে রাজি নয়।

এদিকে বাংলাদেশের সরকার জনগণের সরকার ছিল না। তারা হিন্দুত্ববাদের দয়ায় টিকে ছিল। তাই তাদের বাংলাদেশের কোনো অধিকার নিয়ে চিন্তা ছিল না। বাংলাদেশের জন্য কোনো অধিকারই তাদের দরকার ছিল না। তাদের মনোভাব ছিল, তারা শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকলেই হলো।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, 'মোদি আসছেন এজন্য আমরা খুশি, তিস্তা নিয়ে আলোচনা এবার না।' আবার বলেছেন, 'আমরা ছোট দেশ হতে পারি, এটি একটি আনন্দ উৎসব, আমাদের এই বড় উৎসবে সবাই এসেছে, আমরা তাতেই আনন্দিত। এটিই তো আমাদের বড় পাওয়া, আর কী চান আপনি? আপনাকে কে কাপড় দিল, কে ভাত দিল, ওটা নিয়ে বেশি চিন্তা নেই, ওগুলো আমরা ম্যানেজ করব।' তিস্তা চুক্তি বাস্তবায়ন হয়নি তাদের সমস্যা নেই। 'আমরা বুঝি, আমরা বোকা নই।'

ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার (পুলিশের বিশেষ শাখার প্রধান) মো. মনিরুল ইসলাম হুঁশিয়ারি করেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশে আগমনকে সামনে রেখে যারা মোদিবিরোধী মিছিল-মিটিং করবে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি রাষ্ট্রের সম্মান রক্ষার জন্য জনগণকে 'স্যাক্রিফাইস' করার আহ্বান জানান।

মুসলিম গণহত্যা ও নির্যাতন এবং হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য মোদিকে অভিযুক্ত করে নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের বিরোধিতা করে আসছিল হেফাজতে ইসলাম ও এর সমর্থকরা। শুক্রবার ২৬ মার্চ, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশের ৫০তম স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় পৌঁছান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার ঢাকা আগমন উপলক্ষে সেদিন জুমার নামাজের পর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ ও সহিংসতা দেখা দেয়, যা পরে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

আওয়ামী লীগের সমর্থকরা বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা করেছিল। তখনই মূল সংঘাতটি শুরু হয়। এর ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে সহিংস সংঘর্ষ রক্তাক্ত শুরু হয়ে যায়। এই ঘটনার পর দেশের বেশ কিছু জেলায় সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। বাইতুল মুকাররম মসজিদের সামনে গেট অবরুদ্ধ করে গুলি, টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। পুলিশ ও সাথে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা মসজিদে ঢুকে তৌহিদি জনতা ও সাধারণ মুসল্লিদের বেধড়ক পেটায়। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে থাকা মুসল্লিরা। ২০২১ সালের ২৬ মার্চ আওয়ামী লীগ মুসল্লিদের পিটিয়ে নিশ্চিহ্ন করে এই স্বাধীনতা বাকশালীদের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতায় ইসলামপন্থীদের কোনো অংশ নেই।

বায়তুল মোকাররমে নৃশংস হামলার প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিগণ ২৬ তারিখ বিকেলেই প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল করে। প্রায় সকল স্থানেই পুলিশ ও আওয়ামী লীগের সাথে তৌহিদি জনতা ও সাধারণ মুসল্লিদের সাথে সংঘর্ষ হয়। তবে বেশি খারাপ অবস্থা হয় চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে তৌহিদি জনতা বায়তুল মোকাররমের এই সহিংসতার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে থানা অফিসের সামনে সমাবেশ ও পরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এ সময় পুলিশ বিনা উস্কানিতে গুলি চালায়। পুলিশের নির্বিচার গুলিতে অনেকেই গুলিবিদ্ধ হন ও ৪ জন শাহাদাত বরণ করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে বিক্ষোভে পুলিশ গুলি করে একজনকে হত্যা করে। পুলিশের গুলিতে এই ৫ জনের প্রতিবাদে ২৮ মার্চ হরতালের ডাক দেয় হেফাজতে ইসলাম। সারাদেশে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে চলতে থাকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল। এই অব্যাহত বিক্ষোভের মধ্যেও খুনি ও হিংস্র মোদিকে নিয়ে আসে গণহত্যার মূল হোতা ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা।

২৭ তারিখ হরতালের সমর্থনে সারাদেশে সব জেলায় বিক্ষোভ করে হেফাজত। কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এমপি উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর নির্দেশে পুলিশ ও ছাত্রলীগ বিক্ষোভরত ছাত্র আলেম ওলামা ও তৌহিদি জনতার উপর হামলা চালায়। দফায় দফায় হামলা চালায় জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়া মাদরাসায়। ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় হেফাজতকর্মী ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের মাঝে। সরকার সারাদেশে বিজিবি মোতায়েন করে। সংঘর্ষের মধ্যেই নরেন্দ মোদি ঢাকা ত্যাগ করে। এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৯ জনকে শহীদ করার প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ আপমর সাধারণ জনতা আওয়ামীলীগের অফিস ও শেখ মুজিবের মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। ২৮ তারিখ পুলিশের গুলিতে নিহত হয় আরও ৫ জন। হাজার হাজার পুলিশ পুরো ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। অঘোষিত কারফিউ জারি করে আওয়ামী

সরকার। আহতদের মধ্যে থেকে ১৯ মার্চ ১ জন এবং ৩০ মার্চ ১ জন শাহাদাতবরণ করেন। মোদিবিরোধী আন্দোলনে মোট ২০ জন শাহাদাতবরণ করেন। আহত হন দুই সহস্রাধিক। সারাদেশে পুলিশ দুই হাজারেরও বেশি মানুষকে গ্রেফতার করে। এই আন্দোলনে চট্টগ্রামে ৪ জন ও বাকি ১৬ জন শহীদ হন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। তাই তৌহিদী জনতা ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে 'শহীদনগর' বলে আখ্যায়িত করে। এমপি মোকতাদির এই গণহত্যায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সে ছিল আওয়ামীলীগের দাপুটে সন্ত্রাস।

দেশ ও ইসলাম রক্ষায়

শাপলা চত্বর ২০১৩ সালে এবং ২০২১ সালের মোদি বিরোধী আন্দোলন, রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগের ভিন্ন ভিন্ন চিত্র ফুটে উঠেছে। শাপলা চত্বরে নবীপ্রেমিক জনতার উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। অন্যদিকে, ২০২১ সালে মোদি বিরোধী আন্দোলনে রাষ্ট্রের বেপরোয়া দমন-পীড়ন ছিল এক নিষ্ঠুর কৌশল, যেখানে মানুষের প্রতিবাদকে নিঃশেষ করার উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট। তবে, দুই ঘটনার মাঝেই একটি অভিন্ন সত্তা রয়েছে; মানবাধিকারের পদদলিত করে ক্ষমতার প্রয়োগ এবং জনগণের সংগ্রামের অটল দৃঢ়তা। এই ঘটনাগুলো কেবল ইতিহাসের রক্তাক্ত অধ্যায় নয়, বরং রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং জনগণের সাহসিকতার এক গভীর লড়াই, যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শাপলা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২০১৩ থেকে ২০২১ হেফাজতে ইসলামের কর্মী-সমর্থকদের খুনরাঙ্গা ইতিহাস বেয়েই শক্তিশালী হয়েছে আধিপত্যবাদবিরোধী সংগ্রাম। যার রেশ ধরেই ২৪ই ছাত্রজনতা বিপ্লব সাধিত হয়েছে। শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের অপতৎপরতা ২০১৩ সালে কার্যত বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। আর ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদির আগমন দেশে ক্রমবর্ধন ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার নগ্নপ্রদর্শনী ছিল। দেশের এই ক্রান্তিকালে দুইবারই শাহাদাতের রক্ত দিয়ে দেশকে রক্ষা করেছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। আর তাই হেফাজত ও তার বীর শহীদদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে বাংলাদেশ।

শহীদ বাবু গাজী ০১

পিতার নাম : আলী হোসেন গাজী
মাতার নাম : আছিয়া বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ৩৫ বছর
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : সেই সময় করা হয়নি
পেশা : সুইচ ফ্যাক্টরির শ্রমিক
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : একজন মেয়ে বর্তমান আছে
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : আনাখণ্ড, তিন দোকান সংলগ্ন, পোস্ট : ভোজেশ্বর, থানা : নড়িয়া, জেলা : শরিয়তপুর
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: উপসি, পোস্ট : ভোজেশ্বর, থানা: নড়িয়া, শরিয়তপুর
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যেভাবে শহীদ হলেন : পরিবারের বর্ণনা মতে, শহীদ বাবু ২০১৩ সালের ৬ই মে সেই উত্তাল মুহূর্তে অবস্থান করছিলেন ঢাকা-চিটাগাং মহাসড়কের মাদানীনগর মাদরাসার সামনে। সেখানেই তিনি পুলিশের গুলিতে মারাত্মক আহত হন। জানা যায়, তিনি মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। অতঃপর তাকে নেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন।

কবরস্থান: উপসি গ্রাম্য কবরস্'ান

জানাযা ও দাফনের তথ্য : উপসি স্কুল মাঠে জানাযা পড়া হয়। অতঃপর পাশের কবরস্'ানেই দাফন সম্পন্ন করা হয়।

শহীদ কাজী আলিম উল্লাহ ফারুক ০২

পিতার নাম : কাজী রহমত উল্লাহ

মাতার নাম : রুফিয়া খাতুন

বয়স : ৩২ বছর

এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) :২৬৯১৬৫০১৬৮১০৫

পেশা : কাচা তরকারি ব্যবসায়ী

বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত

অস্থায়ী ঠিকানা : সানারপাড়, থানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : শ্রীচন্দ্রপুর, ডাকঘর : জিএম হাটবাজার, থানা : ফুলগাজি, জেলা : ফেনী

পরিবারের সদস্য : একজন স্ত্রী আছে ও একজন কন্যা সন্তান বর্তমান।

শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩

শাহাদাতের স্থান : ঢাকা-চিটাগাং সানারপাড় রোড

যেভাবে শহীদ হলেন : শহীদ কাজী আলিম উল্লাহ ফারুক ঐতিহাসিক ৫ই মে সারারাত শাপলা চত্বরে ছিলেন। শেষ রাতের দিকে সানারপাড়ের বাসায় যান। প্রতিদিনের মতো মসজিদে ফজরের নামাজ পড়েন। নামাজ পড়ে সাধারণত অন্যান্য দিন কুরআন তেলাওয়াতে বসতেন। ওই দিন দেশের খারাপ পরিস্থিতির কারণে তেলাওয়াতে না বসে স্ত্রীকে বলেন, টিভি চালু কর, সংবাদ দেখি। স্ত্রী বলল, দিগন্ত ও ইসলামিক টিভি তো বন্ধ। কী দেখবেন? এরপর স্ত্রীকে রুটি বানাতে বলে তিনি বের হয়ে যান। ঠিক সেই মুহূর্তেই মাদানীনগর মাদরাসার মাইকে ঘোষণা করা হয়, মাদরাসায় সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। মাদরাসাকে বাঁচানোর জন্য এলাকাবাসীর সাহায্য চাওয়া হয়। তখন অন্যান্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সাথে তিনিও সেখানে যান। সেখানেই তিনি পুলিশ যুবলীগ ছাত্রলীগের গুলাগুলির সামনে পড়ে যান। সে সময়ই তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

কবরস্থান : মধ্য শ্রীচন্দ্রপুর মসজিদের করবস্থান, ফুলগাজি, ফেনী

জানাযা ও দাফনের তথ্য : মধ্য শ্রীচন্দ্রপুর মসজিদ ময়দানে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং মসজিদের কবরস্থানেই দাফন করা হয়।

শহীদ হাফেজ সাইদুল ইসলাম ০৩

পিতার নাম : সিরাজুল ইসলাম
মাতার নাম : মর্জিনা বেগম
জন্ম তারিখ : ২০/০৩/১৯৯৩
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) :১৯৯৩২৯১৯০১৬০১২৫০০
পেশা : ছাত্র
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : চার ভাই। চারজনই আলেম। এখন তিন ভাই আছে।
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : ইউসুফদিয়া, পোস্ট অফিস : তুগুলদিয়া, থানা : সালথা : জেলা ফরিদপুর
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : ইউসুফদিয়া, পোস্ট অফিস : তুগুলদিয়া, থানা : সালথা : জেলা ফরিদপুর
শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : শাপলা চত্বর

- **যেভাবে শহীদ হলেন** : পরিবারের দেওয়া তথ্য বলছে- ০৫ই মের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিতে শহীদ হাফেজ সাইদুর রহমান অংশগ্রহণ করেন। ওইদিন সন্ধ্যায় তাকে মৃত পাওয়া যায়। নেওয়া হয় ইউসুফদিয়া গ্রামের বাড়িতে। কিন্ত এলাকার আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী ও পুলিশের হয়রানী ও জোর জবরদস্তীর কারণে মাত্র দশ মিনিটে জানাযা শেষ করতে হয়। তার পুরো শরীরে রডের আঘাত ছিল। ১৫/১৬টি কোপের চিহ্ন ছিল। নাক একেবারে থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল।

কবরস্থান: ইউসুফদিয়া পারিবারিক কবরস্থান

জানাযা ও দাফনের তথ্য : ইউসুফদিয়া গ্রামের জামে মসজিদেই জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মাওলানা আকরাম আলীসহ এলাকার শীর্ষস্থানীয় আলেম উলামা উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ সাদ্দাম হোসেন ০৪

পিতার নাম : রফিকুল ইসলাম
মাতার নাম : সাহিদা বেগম
বয়স : ২১ বছর
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) :১৯৯৭২৯১৫৬৩১১১২০৭৬
পেশা : ছাত্র [পড়াশোনা করতেন শাহ হাবিব মাদরাসায় এবং বৈকণ্ঠপুর জামে মসজিদে ইমামতিও করতেন]।
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : মা, এক ভাই ও এক বোন
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : মহিষাপুর, থানা : মধুখালী, জেলা : ফরিদপুর
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : মহিষাপুর, থানা : মধুখালী, জেলা : ফরিদপুর
শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : শাপলা চত্বর

যেভাবে শহীদ হলেন : সাদ্দাম হোসেন৫ই মের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। সেখানেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস পুলিশের দ্বারা আক্রান্ত হন। কপালে গুলিবিদ্ধ হয়ে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৯ মে শাহাদতবরণ করেন। অতঃপর পরিবার লাশ গ্রহণ করে গ্রামে নিয়ে ১১ মে জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করেন।

কবরস্থান: নিজগ্রাম মহিষাপুর

জানাযা ও দাফনের তথ্য : ১১ই মে দাফন করা হয়।

শহীদ আল-আমিন ০৫

পিতার নাম : আব্দুল জাব্বার শেখ
মাতার নাম : নসিরন
বয়স : ১৮ বছর
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : ১৯৯১২৯১৪৭১১৫১২৮৪১৩
পেশা : ছাত্র [ঢাকা ফুলবাড়িয়া মাদরাসায় পড়াশোনা করতেন]
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : ৩ ভাই ২ বোন
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : কাচারিটেক, দূর্গাপুর, পোস্ট অফিস : মমিনখার হাট ৭৮০০, থানা : ফরিদপুর সদর, জেলা ফরিদপুর
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : কাচারিটেক, দূর্গাপুর, পোস্ট অফিস : মমিনখার হাট ৭৮০০, থানা : ফরিদপুর সদর, জেলা ফরিদপুর
শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : শাপলা চত্বর

যেভাবে শহীদ হলেন : পরিবার ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের বর্ণনামতে, শহীদ আল আমিন ৫ই মের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। সেখানেই পুলিশ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের আক্রমণের শিকার হন। কোমরে গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদতবরণ করেন।

কবরস্থান: দূর্গাপুর কামারটেক কবরস্থান, মমিনখার হাট ৭৮০০, সদর, ফরিদপুর
জানাযা ও দাফনের তথ্য :দাফন করা হয় ০৬ মে রোজ মঙ্গলবার
ইমামতি করেন : মাওলানা ইদ্রিস মিয়া

শহীদ নাহিদ সিকদার ০৬

পিতার নাম : দেলোয়ার সিকদার
মাতার নাম : জাহানারা বেগম
বয়স : ২১ বছর
পেশা : ড্রাইভার
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য :
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম উত্তর খলিষার পাড়, পোস্ট অফিস : ভাষানচর, থানা : মেহেদীগঞ্জ, জেলা : বরিশাল
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : বাহেরগঞ্জ, পাতারহাট, পোস্ট অফিস : শ্রীপুর, থানা : মেহেদীগঞ্জ, জেলা : বরিশাল
শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : শাপলার রক্তাক্ত প্রাঙ্গণ

যেভাবে শহীদ হলেন : পরিবারের তথ্য মতে- ০৫ই মের ঢাকা অবরোধে অংশগ্রহণ করেন নাহিদ শিকদার। অতঃপর পুলিশের গুলির আঘাতে মাথা চৌচির হয়ে যায়। সেখানেই তৎক্ষণাৎ তিনি শাহাদতবরণ করেন।

কবরস্থান: আজিমপুর কবরস্'ান, ঢাকা
জানাযা ও দাফনের তথ্য : ০৬/০৬/২০১৩ তারিখে জানাযা আদায় করা হয়- শাহী মসজিদ, লালবাগ, ঢাকা

শহীদ মোঃ ইউনুস মোল্লা ০৭

পিতার নাম : মৃত মোঃ শাহজাহান মোল্লা
মাতার নাম : আম্বিয়া খাতুন
বয়স/জন্ম তারিখ : ৪৫ বছর
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : হারিয়ে গেছে
পেশা : দিনমজুর
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : তিনি একজন স্ত্রী ও একজন সন্তান রেখে যান
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ২৫ নং ওয়ার্ড, দক্ষিণ রূপাতলী, বটতলা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ২৫ নং ওয়ার্ড, দক্ষিণ রূপাতলী, বটতলা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : শাপলা চত্বরে গুলিবিদ্ধ হন। লাশ পাওয়া যায় ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল কাকরাইলে।

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** আওয়ামীলীগের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে গুলি করে ৫ই মে রাতে অবস্থানরত হেফাজতিদের উপর। সে সময় ইউনুস মোল্লা মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। অতঃপর ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৬ই মে শাহাদতবরণ করেন।

কবরস্থান: কবরস্থান, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
জানাযা ও দাফনের তথ্য : জানাযা আদায় করা হয় মারকাজ মসজিদ বরিশাল সিটিতে। অতঃপর বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের কবরস্থানে দাফন করা হয়

শহীদ মোঃ ইব্রাহিম খলিল ০৮

পিতার নাম : মৌলভী আব্দুর রশিদ
মাতার নাম : হালিমা খাতুন
বয়স/জন্ম তারিখ : ২৫ বছর
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : করাহয়নি
পেশা : ছাত্র, বরিশাল বিএম কলেজ, পশ্চিম কাউনিয়া।
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : পিতা সৎমা ও চার ভাই
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: উত্তর চরপাড়া, ডাকঘর: তেগাছিয়া, ইউনিয়ন: মিঠাগঞ্জ,থানা: কলাপাড়া, জেলা: পটুয়াখালী
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: উত্তর চরপাড়া, ডাকঘর: তেগাছিয়া, ইউনিয়ন: মিঠাগঞ্জ,থানা: কলাপাড়া, জেলা: পটুয়াখালী
শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/০২০১৩
শাহাদাতের স্থান : শাপলা চত্বর

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** পরিবারের দেওয়া তথ্য বলছে- ৫ মে ২০১৩ ঢাকা অবরোধে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর সেখানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে তার বুক-পিঠ এফোড়-ওফোড় হয়ে শাহাদতবরণ করেন।

কবরস্থান: গ্রামের বাড়ির পাশে (তেগাছিয়া, কলাপাড়া, পটুয়াখালী)

জানাযা ও দাফনের তথ্য : শাপলা চত্বর থেকে শহীদের ছোট চাচা লাশ গ্রহণ করে পটুয়াখালিতে নিয়ে যান। সেখানেই পারিবারিক আয়োজনে লাশ দাফন করা হয়।

দাফনের সম্ভাব্য তারিখ : ০৬/০৫/০২০১৩

শহীদ মোহাম্মদ আকবর হোসেন ০৯

পিতার নাম : নুরুল ইসলাম

মাতার নাম : বিকি কুলসুম

বয়স/জন্ম তারিখ : ২২

এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : নাই। তার সাথেই ছিল। পরে আর পাওয়া যায়নি। উঠানোও হয়নি

পেশা : শ্রমিক

বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত

পরিবারের সদস্য : দুই ভাই এক বোন, বাবা মারা গেছেন মা আছেন

অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : চরশতী, পোস্ট অফিস : সৈয়দপুর, থানা : দৌলতখান, জেলা : ভোলা

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : চরশতী, পোস্ট অফিস : সৈয়দপুর, থানা : দৌলতখান, জেলা : ভোলা

শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩

শাহাদাতের স্থান : শাপলার রক্তাক্ত চত্বর

যেভাবে শহীদ হলেন : ০৫ই মে হেফাজতের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। সেখানেই জালিমশাহীর পুলিশের বুলেটে তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে যায়। সাথে সাথে সেখানেই তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

কবরস্থান: পারিবারিক কবরস্থান, চরশতী, সৈয়দপুর, দৌলতখান, ভোলা

জানাযা ও দাফনের তথ্য : ভোলা সদরের নতুন বাজার এলাকায় রাজপথে বহু লোকের উপস্থিতিতে তার মোবারক জানাযা সম্পন্ন হয়।

শহীদ মোঃ ইশা হক আলী ১০

পিতার নাম : ছলেমান মণ্ডল
মাতার নাম : খুশজান নেছা
বয়স/জন্ম তারিখ : ২১/০৯/১৯৬৮
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : ৩৩২৩২০৭৮৪৫০৫৩
পেশা : বেসরকারী চাকুরী
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : এক স্ত্রী, এক ছেলে ও চার মেয়ে
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : হরিণ হাদি, ডাকঘর : আনসার একাডেমি-১৭৫১, ৮নং ওয়ার্ড, কালিয়াকৈর, গাজীপুর
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : তেলিগাংদিয়া, ইউপি : রিফায়েতপুর, থানা : দৌলতপুর, জেলা : কুষ্টিয়া
শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : ঐতিহাসিক পল্টন মোড়

যেভাবে শহীদ হলেন : ৫ মে শাপলা চত্বরে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান বলে জানা গেছে। তাঁর শরীরে তিনটি গুলি লেগেছিল (বুকের বামপাশে ও ডান হাতে)

ট গ্রামের বাড়ি তেলিগাংদিয়া কবরস্'ান, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া

জানাযা ও দাফনের তথ্য : তথ্য তালাশ করে যতটুকু জানাযায় দৌলতপুর কুষ্টিয়ায় জানাযা সম্পন্ন হয়েছে। অতঃপর পারিবারিক আয়োজনে সেখানেই দাফন করা হয়েছে

শহীদ মোঃ সিরাজুল ইসলাম ১১

পিতার নাম : মৃত মোহাম্মদ আমির উদ্দিন
মাতার নাম : মৃত মোছাঃ সুলেমা খাতুন
বয়স/জন্ম তারিখ : ২২ বছর
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) :১৯৮৯৬১২৫২১৫১২৬১৭৪
পেশা : ছাত্র। জামিয়া আরাবিয়া মিফতাহুল উলুম মাদরাসা, মোমেনশাহী
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : চার ভাই বর্তমান আছেন। পিতামাতা মারা গেছেন।
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : মাসকান্দা, পোস্ট অফিস : নয়াকান্দা, [খালপাড়]থানা : সদর, জেলা : মোমেনশাহী
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : নিজ তলন্দর, পোস্ট অফিস : ইসলামপুর, থানা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : মোমনেশাহী
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : শাপলার রক্তাক্ত প্রান্তর

যেভাবে শহীদ হলেন : ৬ই মে সকাল আনুমানিক ৭.০০ টায় শহীদ সিরাজুলের মোবাইলে ফোন দিলে এক অপরিচিত ছেলে ফোন ধরে জানায়, ৫মে রাত আনুমানিক ৩.৪৫ টায় সিরাজুলকে মাথায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে উদ্ধার করে একটি ভ্যানে উঠিয়ে দেন। যেখানে আরও একটি লাশও ছিল। বড় ভাই নুরুল ইসলামের ধারণা শহীদ সিরাজুল ইসলাম ওই সময়ই শাহাদতবরণ করেন।

কবরস্থান: লাশ পাওয়া যায়নি

জানাযা ও দাফনের তথ্য : পরিবার আজও লাশের সন্ধান পায়নি। পরিবারের ধারণা সরকার বাহিনী শহীদ সিরাজুল ইসলামকে গণকবর দিয়েছে।

শহীদ মোঃ শুক্কুর মাহমুদ ১২

পিতার নাম : মোঃ ফজলুল হক
মাতার নাম : রুমেলা খাতুন
বয়স/জন্ম তারিখ : ১৬
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : করা হয়নি
পেশা : চাকুরি
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : চার ভাই ও দুই বোন
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : আজমতপুর মধ্যপাড়া, পোস্ট অফিস : দলিয়া মণ্ডলের বাড়ি, থানা : সদর, জেলা : মোমেনশাহী
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : আজমতপুর মধ্যপাড়া, পোস্ট অফিস : দলিয়া মণ্ডলের বাড়ি, থানা : সদর, জেলা : মোমেনশাহী
শাহাদাতের তারিখ : ০৮/০৪/২০১৩

শাহাদাতের স্থান : মাইজবাড়ি, পাঁচ মাইল, মুক্তাগাছা রোড, মোমেনশাহী
যেভাবে শহীদ হলেন : ০৮ই এপ্রিল হেফাজতে ইসলামের সকাল সন্ধ্যার হরতালের দিন দায়িত্ব পালনের সময় গাড়ি চাপা দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়। অতঃপর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন।

কবরস্থানঃ নিজেদের পারিবারিক কবরস্থান, মাইজবাড়ি, পাঁচ মাইল, মুক্তাগাছা রোড, মোমেনশাহী

জানাযা ও দাফনের তথ্য : ০৯ই এপ্রিল তার জানাযা সম্পন্ন হয়। জানাযার ইমামতি করেন খালেদ সাইফুল্লাহ সাদি হাফি.।

শহীদ আব্দুল ওয়াহাব মোল্লা ১৩

পিতার নাম : শাহনেওয়াজ মোল্লা
মাতার নাম : সালেহা খাতুন
বয়স/জন্ম তারিখ : ০১/০২/১৯৮৮
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : ৬১১১৩৬০৭৭০৮৯৭
পেশা : ছাত্র
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : বাবা ও মা [উভয়জন বয়সের ভারে ন্যুব্জ]।
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : তালাব, থানা : ভালুকা, জেলা: ময়মনসিংহ
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : তালাব, থানা : ভালুকা, জেলা: ময়মনসিংহ
শাহাদাতের স্থান : বাইতুল মুকাররম উত্তর /দক্ষিণগেইট
শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** ৫ই মে সন্ধ্যায় মাথায় ও পেটে গুলি লেগেছিল এবং তাঁর মাথা ফেঁটে মগজ বের হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৭ই মে রাত ১২:৩০টায় হাসপাতাল মর্গ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

কবরস্থান: নিজগ্রাম তালাব কবরস্থান, ভালুকা, ময়মনসিংহ
জানাযা ও দাফনের তথ্য : স্থানীয় আওলামীলীগের ভয়ে একপ্রকার গোপনেই জানাযার নামায আদায় এবং নিজেদের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শহীদ সাইদুল ইসলাম ১৪

পিতার নাম : মোবারক হোসেন
মাতার নাম : মোছাঃ রাজিয়া খাতুন
বয়স/জন্ম তারিখ : ২৫ বছর
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : নাই
পেশা : ভ্যান চালক
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : এক স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে
অস্থায়ী ঠিকানা : উত্তর সানারপাড়, মহাকাশ রোড়, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : মেকশিমুল, পোস্ট অফিস : ঘাগড়া বাজার, থানা: পূর্বধলা, জেলা: নেত্রকোণা
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩ সকাল ১০টা
শাহাদাতের স্থান : চিটাগাং রোড

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** ৬ই মে ভোর রাত থেকেই আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসীরা মাদানীনগর মাদরাসাসহ আশপাশের মাদরাসাগুলোর সামনে অবস্থান নেয়। এদিকে আগের দিন হেফাজতের উপর চলা বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে ফুসে উঠে তাওহিদি জনতা। সেই জনতার কাতারে ছিল আমাদের আলোচিত সাইদুল ইসলাম। তিনি মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। অতঃপর হাসপাতাল থেকে তার লাশ গ্রহণ করা হয়।

কবরস্থান: মেকশিমুল কবরস্'ান, ঘাগড়া বাজার, পূর্বধলা, নেত্রকোণা
জানাযা ও দাফনের তথ্য : ৭ই মে সকাল ৭টা নিজবাড়িতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদ আনোয়ার জাহিদ ১৫

পিতার নাম : হাজী মোঃ আনোয়ার হোসেন
মাতার নাম : হাজী মোঃ জাহানারা বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ২৩ বছর
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : নেই
পেশা : ছাত্র, দারুল উলুম মইনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : তিন ভাই [দুইভাই প্রবাসী] তিন বোন
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : পাঠানপাড়া, পোস্ট অফিস : কদমতলী, থানা : দক্ষিণ সুরমা, জেলা : সিলেট
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : পাঠানপাড়া, পোস্ট অফিস : কদমতলী, থানা : দক্ষিণ সুরমা, জেলা : সিলেট
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

যেভাবে শহীদ হলেন : ৬ই মে সকালে চট্টগ্রাম শহরে হাটহাজারী এলাকায় সন্ত্রাসী আওয়ামীলীগ ও সরকারের পেটুয়া বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হন। তিনি মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। সে সময়ই সাথে সাথে তিনি শাহাদতবরণ করেন।

কবরস্থানঃ পাঠানপাড়া নুরপুর জামে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্'ান।

জানাযা ও দাফনের তথ্য : শিববাড়ি সিলবার কবরস্'ান।

শহীদ মারজানুল ইসলাম সৌরভ ১৬

পিতার নাম : মোঃ এনামুল ইসলাম
মাতার নাম : বেগম এনামুল ইসলাম
বয়স/জন্ম তারিখ : ১৬
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : করা হয়নি
পেশা : ছাত্র
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : বাবা মা ও চার ভাই।
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : পূর্ব মাঘমারা, পোস্ট অফিস : রহমত বাগ মসজিদ সংলগ্ন, থানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : পূর্ব মাঘমারা, পোস্ট অফিস : রহমত বাগ মসজিদ সংলগ্ন, থানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : মাদানীনগর মাদরাসা সংলগ্ন ঢাকা-চিটাগাং মহাসড়ক

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** উত্তাল ৬ই মে এর সকালে ঢাকা-চিটাগাং মহাসড়কে সরকারের লেলিয়ে দেওয়া পেটুয়া বাহিনীর গুলিতে শাহাদতবরণ করেন।

কবরস্থান: নবীনগর, বিবাড়িয়া

জানাযা ও দাফনের তথ্য : মুফতি ওমর ফারুক হাফি. এর উপস্থিতিতে বাগমারা [মামু-বাগিনা] গলিতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার পরে গ্রামের বাড়ি নবীনগর বিবাড়িয়ায় নিজেদের গ্রামের কবরে সমাধিস্থ করা হয়।

শহীদ নাজীর আহাম্মেদ ১৭

পিতার নাম : মোঃ শহীদুল্লাহ
মাতার নাম : কোহিনুর বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ১৯০২/০৪/১৯৮১
পাসপোর্ট (ছবি সহ) : ০২৬০১৮৪
পেশা : খেলনা ব্যবসায়ী
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : এক স্ত্রী ও এক মেয়ে। বাবা দুই ভাই ও তিন বোন
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : মমদনপুর, থানা : বন্দর, জেলা : নারায়গঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা : সর্দার পাড়া, থানা : সদর, জেলা : মুন্সিগঞ্জ
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : মাদানীনগর মাদরাসা সংলগ্ন ঢাকা-চিটাগাং মহাসড়ক

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** উত্তাল ৬ই মে এর সেই ভয়ঙ্কর সকালে। স'ানীয় আওয়ামী লীগ, পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাব মাদানীনগর মাদরাসায় ঢুকে তাণ্ডব চালায়। মাইক থেকে মাদরাসা বাঁচানোর ঘোষণা আসলে, শহীদ নাজীর আপামর জনতার সাথে মাদরাসা রক্ষায় এগিয়ে যান। কিন' সন্ত্রাসীদের গুলিতে তার প্রাণ পাখি উড়ে যায়। শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে জান্নাতের মেহমান হয়ে যান। সাথে আমাদেরকে ঋণী করে যান।

কবরস্থান: শুক্কুরসি কবরস'ান, সর্বদার পাড়া, সদর, মুন্সিগঞ্জ

জানাযা ও দাফনের তথ্য : তথ্য থেকে যতটুকু বুঝা যায়, আদর্শ নগর জামে মসজিদ ময়দানে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শহীদ মোহাম্মাদ জসিম [বাক প্রতিবন্ধী] ১৮

পিতার নাম : মৃত আলী আহমেদ
মাতার নাম : ফিরোজা বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ২৮ বছর
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : নাই
পেশা : হেলপার
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : মা তিন ভাই ও তিন বোন
স্থায়ী ঠিকানা : পাইনাদি নতুন মহল্লা, ধনু হাজী রোজ, [ঈদগাহের পাশে] মিজমিজি, থানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ
অস্থায়ী ঠিকানা : পাইনাদি নতুন মহল্লা, ধনু হাজী রোজ, [ঈদগাহের পাশে] মিজমিজি, থানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : মাদানীনগর মাদরাসা সংলগ্ন ঢাকা-চিটাগাং মহাসড়ক

যেভাবে শহীদ হলেন : শহীদ মোহাম্মাদ জসিম ভাই ছিলেন একজন বাকপ্রতিবন্ধী। কিন্ত যখন মাদরাসা রক্ষার ডাক আসলো মাদানীনগর থেকে। স্থানীয় সন্ত্রাসী আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে বাকপ্রতিবন্ধী জসিমও বুক টান করে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর জালিমের বুলেট তাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিল। শাহাদতের অমীয় সুধা পান করে দুনিয়াকে বিদায় জানালেন।

কবরস্থান: পাইনাদি কবরস্থান, নতুন মহল্লা, মিজমিজি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

জানাযা ও দাফনের তথ্য : ধনু হাজী ঈদগাহে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদ খালেদ মাহমুদ সাইফুল্লাহ ১৯

পিতার নাম : আব্দুল জলিল
মাতার নাম : খাদিজা
বয়স/জন্ম তারিখ : ১০ই ডিসেম্বর ১৯৯৮
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : নেই
পেশা : শিক্ষার্থী
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : মা ও তিন ভাই
অস্থায়ী ঠিকানা : ইউনাইটেড গার্ডেন, আদর্শনগর, থানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : উত্তর রাজপুর, পোস্ট অফিস : রালুথুবা, থানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : মাদানীনগর মাদরাসা সংলগ্ন ঢাকা-চিটাগাং মহাসড়ক

যেভাবে শহীদ হলেন : ঐতিহাসিক ৬ই মে মাদানীনগর মাদরাসা সংলগ্ন সড়কে পুলিশ ও আওলামীলীগ -মাদরাসা বাঁচাতে আসা তৌহিদী জনতার উপর গুলি চালায়। খালেদ মাহমুদ এই গুলাগুলিতে শাহাদাতবরণ করেন।

কবরস্থান: ডগাইর বাজার, কবরস্'ান, ডেমরা
জানাযা ও দাফনের তথ্য : ডগাইর বাজার মসজিদ মাঠে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদ মোঃ সাইফুল ইসলাম ২০

পিতার নাম : হাসেম ভূইয়া
মাতার নাম : ছলেমা বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ২৯/০২/১৯৮৮
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : ৬৭২৫৮০৪৩৫৩২২২
পেশা : সেলসম্যান, ফাহিম ফ্যাশন, চাষাড়া
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : মা মেয়ে বোন ও একজন ভাই
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : পুরিন্দা বাজার, থানা : আড়াইহাজার, জেলা : নারায়ণগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : পুরিন্দা বাজার, থানা : আড়াইহাজার, জেলা : নারায়ণগঞ্জ
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : মাদানীনগর মাদরাসা সংলগ্ন ঢাকা-চিটাগাং মহাসড়ক

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** অন্যান্য দিনের মতো শহীদ সাইফুল ইসলাম কাজে বের হয়েছেন। কিন্‘ নবীর পক্ষে স্লোগান দিয়ে যারা রাস্তায় নেমেছিল, তাদের উপর সন্ত্রাসীদের বর্বর হামলার প্রতিবাদেতিনি রাস্তায় নেমে আসেন। আর সে সময়ই পুলিশের গুলিতে সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে শাহাদতবরণ করেন।

কবরস্থান: পুরিন্দা বাজার কবরস্’ান, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ
জানাযা ও দাফনের তথ্য : পুরিন্দা বাজার মসজিদ ময়দানে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়

শহীদ আবু বকর সিদ্দিক (পলাশ) ২১

পিতার নাম : আনোয়ার হোসেন
মাতার নাম : রোজিনা খাতুন
বয়স/জন্ম তারিখ : ৩০
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : নাই
পেশা : গ্রিল ওয়ার্কশপ ব্যবসায়ী
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : মা তিন ভাই ও দুই বোন
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : মাদানীনগর পোস্ট : সানারপাড়, থানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : মাদানীনগর পোস্ট : সানারপাড়, থানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : মাদানীনগর মাদরাসা সংলগ্ন ঢাকা-চিটাগাং মহাসড়ক

যেভাবে শহীদ হলেন : উত্তাল ০৬ই মে সকালে তিনি মাদানীনগর মাদরাসার সামনে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশের বুলেট তার পেট ফেঁড়ে দেয়। অতঃপর দ্রুত সানারপাড় হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি শাহাদতবরণ করেন। তখন ঘড়ির কাঁটা সকাল সাড়ে আটটার ঘরে।

কবরস্থান: মাদানীনগর কবরস্থান

জানাযা ও দাফনের তথ্য : মাদানীনগর কবরস্থান লাগোয়া মসজিদে জানাযা হয়। সেখানে মাদানীনগর মাদরাসার অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ মোহাম্মাদ সালাউদ্দিন ২২

পিতার নাম : মৃত শেখ আব্দুল মালেক
মাতার নাম : মাজেদা বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ২৭ বছর
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ):
পেশা : কাভার্ড ভ্যান চালক
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত ছিলেন
পরিবারের সদস্য : এক স্ত্রী, ১ মেয়ে, ২ বোন, ২ ভাই ও মা
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: উত্তর সেমুলিয়া, পোস্ট অফিস : মেঘুলা বাজার, থানা: দোহার, জেলা: ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: উত্তর সেমুলিয়া, পোস্ট অফিস : মেঘুলা বাজার, থানা: দোহার, জেলা: ঢাকা
শাহাদাতের স্থান : সাদ্দাম মার্কেট, চিটাগাংরোড, সাইনবোর্ড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ,
শাহাদাতের তারিখ : ০৭/০৫/২০১৩

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** ৬ মে ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৯টায় মাথার পেছনে পুলিশের লাঠির আঘাতে মারাত্মক আহত হন। প্রথমে তাকে নারায়ণগঞ্জ এসটি হাসপাতালে নেয়া হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে। ঢামেক হাসপাতালে আইসিসি বেড না পাওয়ায় তাকে ধানমন্ডি নিরুপমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ৭মে সকাল ১১টায় তিনি মারা যান। দাফনের ৪৮ দিন পর লাশ উত্তোলন করা হয়েছিলো, ময়না তদন্তের জন্য।

কবরস্থান: উত্তর সেমুলিয়া এতিমখানা কবরস্'ান, দোহার, ঢাকা
জানাযা ও দাফনের তথ্য : জানাজা হয়েছে ৩টি। ১টি উত্তর শিমুলিয়া জান্নাতুল উলুম কওমি মাদরাসা মাঠে।

শহীদ আলমগীর ২৩

পিতার নাম : গোলাপ চান

মাতার নাম : ফাতেমা

বয়স/জন্ম তারিখ : ৪০ বছর

এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : ২৬৯৮৮৮১৭৮৮১৩৫

পেশা : ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী

বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত

পরিবারের সদস্য : এক স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে।

অস্থায়ী ঠিকানা : বাসা : ৭৯/১সি ডিস্টিলারি রোড, থানা : গেন্ডারিয়া, জেলা : ঢাকা

স্থায়ী ঠিকানা : বাসা : ৭৯/১সি ডিস্টিলারি রোড, থানা : গেন্ডারিয়া, জেলা : ঢাকা

শাহাদাতের তারিখ : ০৮-০৫-২০১৩

শাহাদাতের স্থান : ঢাকা মেডিকেল

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** ৫ই মে রাত্রে শাপলা চত্বরে গুলিবিদ্ধ হন। অতঃপর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে ০৮ই মে ২০১৩ সকালে শাহাদাতবরণ করেন।

কবরস্থান: জুরাইন কবরস্থান

জানাযা ও দাফনের তথ্য : ধুপখোলা মাঠ, গেন্ডারিয়া, ঢাকা

শহীদ মোঃ রুহুল আমীন রুবেল ২৪

পিতার নাম : মোঃ বা”চু মিয়া
মাতার নাম : মোসাম্মাৎ ময়না বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ২১
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : ১৯৮৮৬৭৯৫৮০৩০০০২৬
পেশা : সেকশনে গার্মেন্টসে চাকরি করত
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : বাবা-মা ও দুই বোন
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : পুর্ব বক্তাগর, সারুলিয়া, থানা : ডেমরা, জেলা : ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : পুর্ব বক্তাগর, সারুলিয়া, থানা : ডেমরা, জেলা : ঢাকা
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : মাদানীনগর মাদরাসা সংলগ্ন মহাসড়ক

যেভাবে শহীদ হলেন : ০৬ই মে ২০১৩ সকাল আটটায় মাদানীনগর মাদরাসা সংলগ্ন মহাসড়ক তৌহিদী জনতার সাথে তিনিও অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানে পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা তাদের উপর বর্বর আক্রমণ করে। সেই আক্রমণে তিনি কোমরে গুলিবিদ্ধ হন। সেখানেই তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

কবরস্থান: শুকরশি কবরস্’ান, ডেমরা, ঢাকা (কবরস্’ান রেজিস্ট্রি নম্বর: ২৫৮২)

জানাযা ও দাফনের তথ্য : বাগমারা বায়তুল মোকাদ্দাস জামে মসজিদ ময়দানে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদ মোঃ হারুন অর রশিদ ২৫

পিতার নাম : মৃত আব্দুল গণি খাঁ
মাতার নাম : হালিমা বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ৪১ বছর
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : ০৬১৬৯১১৬৭৮১৭৮
পেশা : ফেরিওয়ালা
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : এক স্ত্রী, চার ছেলে ও এক মেয়ে
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : তয়েকা, থানা : মুলাদি, জেলা : বরিশাল
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : তয়েকা, থানা : মুলাদি, জেলা : বরিশাল
শাহাদাতের তারিখ : ০৮-০৫-২০১৩
শাহাদাতের স্থান : ঢাকা মেডিকেল কলেজ

যেভাবে শহীদ হলেন : ৭ই মে পত্রিকার মাধ্যমে তার পরিবার জানতে পারেন, হারুন অর রশিদ মারা গিয়েছেন। তার সমস্ত শরীরে হকিস্টিক দ্বারা পিটানোর দাগ ছিল।

কবরস্থান: গ্রামের কবরস্থান, মুলাদী, বরিশাল

জানাযা ও দাফনের তথ্য : মুলাদি নিজ বাড়িতে

শহীদ উসমান বাধন ২৬

পিতার নাম : মৃত কায়কোবাদ হোসেন ভূইয়া
মাতার নাম : সাহানা হোসেন
বয়স/জন্ম তারিখ : ১৯ বছর
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ): নাই
পেশা : ছাত্র, দনিয়া কলেজ
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : মা, এক ভাই ও এক বোন
অস্থায়ী ঠিকানা : মায়াকানন ভবন, বায়তুর রহমত জামে মসজিদ সংলগ্ন ১৪৬ নং নিমাইকাশারি, রোড : ৪, ব্লক:১, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : মাসুমাবাদ, থানা : গাউছিয়া, জেলা : নারায়ণগঞ্জ
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : মাদানীনগর মাদরাসা সংলগ্ন মহাসড়ক

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** মাদানীনগর মাদরাসার সামনে পুলিশ ও আওয়ামীলীগের গুলিতে আহত হন। গুলিবিদ্ধ হয় নাভির ডান পাশে। সেখানেই শাহাদাতবরণ করেন।

কবরস্থান: শুকুবসী কবরস্'ান, নিমাইকাশারি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
জানাযা ও দাফনের তথ্য : বায়তুশ শরফ জামে মসজিদ, নিমাইকাশারি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

শহীদ দ্বীন ইসলাম মীর ২৭

পিতার নাম : মোহাম্মদ মীর
মাতার নাম : হালিমা বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ০২-০৩-১৯৭৫
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : ৫৯১৭৪৬১৯৬৪৫৭৭
পেশা : কৃষি ও দিনমজুর
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : এক স্ত্রী তিন সন্তান
অস্থায়ী ঠিকানা : নতুন ভাষানচর, খাসমহল বালুচর-১৫৪৩, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা : নতুন ভাষানচর, খাসমহল বালুচর-১৫৪৩, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ
শাহাদাতের তারিখ : ০৫-০৫-২০১৩
শাহাদাতের স্থান : শাপলা চত্বর

যেভাবে শহীদ হলেন : ৫ই মে শাপলা চত্বরে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ৬ মে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে লাশ পাওয়া যায়।

কবরস্থান: ভাষানচর কবরস্'ান, খাসমহল, বালুচর, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ

জানাযা ও দাফনের তথ্য : জানাজা নামাজ পড়িয়েছিলেন ঈদগাহের ইমাম, নতুন ভাষাণচর মহিলা মাদরাসার পাশে। পুলিশের ভয়ে সবাই ছবি ডিলেট করে দিয়েছে

শহীদ কাজী মোঃ রাকিবুল হক

২৮

পিতার নাম : মৃত কাজী মোহাম্মদ আজিজুল হক
মাতার নাম : মাহমুদা বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ৪৩
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : ২৬১২৯৮০৮৬৫২৭৩
পেশা : ব্যবসা, লেপ তোশকের দোকান
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করেছেন। বড় ছেলে চাচার কাছে থাকে।
অস্থায়ী ঠিকানা : পূর্ব কাজলারপাড়, মাতুয়াইল, দনিয়া-১২৩৬, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ষোলঘর, থানা : শ্রীনগর, জেলা : মুন্সিগঞ্জ
শাহাদাতের তারিখ : ০৫-০৫-২০১৩
শাহাদাতের স্থান : ঐতিহাসিক শাপলা চত্বর

যেভাবে শহীদ হলেন : ০৫ই মে রাতে মাথায় গুলি লেগে মতিঝিল শাপলা চত্বরে মারা যান।
কবরস্থান: মাতুয়াইল গোরস্থান, ডেমরা, ঢাকা

জানাযা ও দাফনের তথ্য : সামাদনগর মসজিদের সামনে।

শহীদ মোহাম্মাদ আমিনুর রহমান ২৯

পিতার নাম : মোঃ মাহফুজুর রহমান
মাতার নাম : আনোয়ারা বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ৪৩
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ):৬৭২৫৮১৩৬২১২৪৫
পেশা : আদমজি ইপিজেড এর ইপিক ১ গার্মেন্টস-এ সেম্পল বিভাগে চাকরি করতেন।
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : দুই ছেলে, এক মেয়ে, দুই স্ত্রী। একজন বর্তমান আছেন অপরজন অন্যত্র বিবাহ করেছে।
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : মাঠবাড়িয়া, থানা : বালিয়াকান্দি, জেলা : রাজবাড়ি
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : মাঠবাড়িয়া, থানা : বালিয়াকান্দি, জেলা : রাজবাড়ি
শাহাদাতের তারিখ : ০৬-০৫-২০১৩
শাহাদাতের স্থান : শাপলা চত্বর

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** ৬ই মে সকাল আনুমানিক সাড়ে ৭টায় পেটে ও কোমরে গুলিবিদ্ধ হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তার সহকর্মীরা তাকে এপোলো হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

কবরস্থান: মাঠবাড়িয়া কবরস্'ান, বালিয়াকান্দি, জেলা রাজবাড়ি, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ি
জানাযা ও দাফনের তথ্য : শামুকখোলা জামে মসজিদে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় ৯ই মে ২০১৩।

শহীদ মাওলানা ইউনূস আলী ৩০

পিতার নাম : মোঃ নাজিমুদ্দীন
মাতার নাম : মমতাজ
বয়স/জন্ম তারিখ : ৩৫
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ):নাই
পেশা : মসজিদের ইমাম
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : এক মেয়ে। স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হয়েছে। মেয়েটি দাদার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হ”ছ।
অস্থায়ী ঠিকানা :গ্রাম : বাংগাল হাওলা, পোস্ট অফিস : পূর্ব দুরবাড়ী দেয়ালের টেক, থানা কালিগঞ্জ, জেলা : গাজীপুর
স্থায়ী ঠিকানা :গ্রাম : বাংগাল হাওলা, পোস্ট অফিস : পূর্ব দুরবাড়ী দেয়ালের টেক, থানা কালিগঞ্জ, জেলা : গাজীপুর
শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : ঐতিহাসিক শাপলা চত্বর

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** পরিবারের তথ্য বলছে- মাওলানা ইউনুস আলী হেফাজতের ৫ই মের ঢাকা অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন। সেখানে পুলিশের গুলিতে মারা যান।

কবরস্থান: বাংগাল হাওলা পারিবারিক কবরস্’ান।

জানাযা ও দাফনের তথ্য: পুলিশের উপস্ি’তিতে সংক্ষিপ্ত সময়ে তার নিজ বাড়ীতে জানাযা হয় ও পারিবারিক কবরস্’ানে দাফন হয়।

শহীদ হাফেজ মোঃ মাহমুদুল হাসান জুবায়ের ৩১

পিতার নাম : মৃত আব্দুল বাসেদ

মাতার নাম : রহিমা বেগম/সৎ মা মাফিয়া বেগম

বয়স/জন্ম তারিখ : পরিবারের কাছে জন্ম তারিখ সংরক্ষিত নেই

এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : নেই

পেশা : ছাত্র

বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত

পরিবারের সদস্য : সৎ মা আছেন তার কাছেই তিনি থাকতেন। এক সৎ বোন আছে তার বিয়ে হয়েছে। তবে তার আপন ১ভাই ও ১ বোন ছিল, কিন্ত তাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

পরিবারের বর্তমান অবস্থান : নিম্নবিত্ত পরিবার

অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : বকুলতলা, পোস্ট অফিস : সাটিরপাড়া, থানা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : বকুলতলা, পোস্ট অফিস : সাটিরপাড়া, থানা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী

শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩

শাহাদাতের স্থান : রক্তাক্ত শাপলা প্রান্তর

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** ৫ই মে ২০১৩ শাপলা চত্বরে মাথায় গুলি বিদ্ধ হয়ে আহত হন। ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে রাত ৩টায় মারা যান। ভোর ৫টায় তার বন্ধুরা এম্বুলেন্স ভাড়া করে লাশ বাড়িতে পৌঁছায়।

কবরস্থান: নরসিংদীর কাউরিয়াপাড়া কবরস্'ান, নরসিংদী

জানাযা ও দাফনের তথ্য : নিজেদের বাড়িতেই দাফন কাফনের আয়োজন চলে

শহীদ আব্দুল হান্নান ৩২

পিতার নাম : আব্দুল বাতেন
মাতার নাম : ওজুফা বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ৩৫ ১২/০৪/১৯৭২
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ): ৬৭২৫৮১৬৩০৪১০৭
পেশা : এপোর্ট এর আইরন সুপারভাইজার, কাঁচপুর নারায়ণগঞ্জে কাজ করতেন।
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : এক স্ত্রী এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে। বৃদ্ধ মা আছে।
অস্থায়ী ঠিকানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (মাদানীনগর দারুল উলুম মাদরাসার পাশে)
স'য়ী ঠিকানা : গ্রাম: আদিয়াবাদ মধ্যপাড়া, থানা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : ৬ই মে ২০১৩ সকাল বেলা মাদানীনগর মাদরাসা সংলগ্ন ঢাকা-চিটাগাং মহাসড়ক।

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** ৬ মে ২০১৩ সকাল ০৬ টায় বুকে গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা যান।

কবরস্থান: আদিয়াবাদ মধ্যপাড়া গোরস'ান, নরসিংদী
জানাযা ও দাফনের তথ্য : নিজ গ্রামআদিয়াবাদ মধ্যপাড়া জামে মসজিদে জানাযা ও দাফন করা হয়।

শহীদ মুক্তার মিয়া ৩৩

পিতার নাম : মহর আলী
মাতার নাম : মমিনা বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ০৪/১০/১৯৯৭
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ): ০৯৯৮৬৮১৬৪৯৪০০১৫৯৭
পেশা : ছাত্র (রসুলপুর উ”চ বিদ্যালয়)
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহ করেনি
পরিবারের সদস্য : মা, বাবা, ১ভাই ও ৫ বোন আছে।
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পোস্ট অফিস : উত্তর বাখরনগর, থানা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পোস্ট অফিস : উত্তর বাখরনগর, থানা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী
শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : ঐতিহাসিক শাপলা চত্বর

যেভাবে শহীদ হলেন : ৫ই মে ২০১৩ শাপলা চত্বরে অবস্থান কর্মসূচীতে ছিলেন। সেখানে বুকে অনেকগুলো গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। তার সাথে ১টি মোবাইল ছিল। মোবাইলটি পরবর্তীতে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল থেকে কেউ নিয়ে যান। পরে তার নাম্বারে ফোন করে তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়।

কবরস্থান: পারিবারিক কবরস্’ান উত্তর বাখরনগর, রায়পুরা, নরসিংদী
জানাযা ও দাফনের তথ্য: নিজ এলাকাতেই জানাযা ও দাফন করা হয়।
ইমামতি করেন : মাওলানা তাজুল ইসলাম [বড় হুজুর]

শহীদ আবু বকর সিদ্দিক ৩৪

পিতার নাম : মোঃ আমিনুল ইসলাম
মাতার নাম : জিন্নাতুন্নেছা
বয়স/জন্ম তারিখ : ২৫ বছর
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : নাই
পেশা : বাস হেল্পার, হানিফ এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : মা আছেন, একজন বড় ভাই আছেন।
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : ৮নং চাউলিয়া, পোস্ট অফিস : ভোগনগর, থানা : বীরগঞ্জ, জেলা : দিনাজপুর
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : ৮নং চাউলিয়া, পোস্ট অফিস : ভোগনগর, থানা : বীরগঞ্জ, জেলা : দিনাজপুর
শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : শাপলার চত্বরে জালিমের বুলেটের আঘাতে।

যেভাবে শহীদ হলেন : ৫ মে বুকে ও পেটে গুলি লেগে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

কবরস্থান: ৮নং চাউলিয়া কবরস্'ান, ভোগনগর, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর

জানাজা ও দাফন : তথ্য তালাশ করে যতটুকু জানা যায়, চাউলিয়াতেইপারিবারিকভাবে জানাযার আয়োজন করা হয়। অতঃপর ৮নং চাউলিয়ার সম্মিলিত কবরস্'ানে দাফন করা হয়।

শহীদ মোঃ মোয়াজ্জেমুল হক ৩৫

পিতার নাম : মৃত মোঃ শহিদুল ইসলাম
মাতার নাম : হামিদা খাতুন
বয়স/জন্ম তারিখ : ৫১
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : ৬৫২৭৬০৪১০৮৩৫৩
পেশা : দর্জি
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : স্ত্রী, ২ ছেলে, ৩ মেয়ে।
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : দূর্গাপুর, ডাকঘর : নড়াইল (নড়াইল পৌরসভা), থানা : নড়াইল সদর, জেলা : নড়াইল।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : বামনপাড়া রোড, খড়কি, থানা : কোতয়ালী, জেলা : যশোর।
শাহাদাতের তারিখ : ১১/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : শাপলা চত্বর

যেভাবে শহীদ হলেন : ৫ই মে ২০১৩ ঐতিহাসিক শাপলা চত্বরে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১১ মে ২০১৩ মারা যান বলে জানা গেছে।

কবরস্থান: খড়কি পৌর গোরস্'ান, সদর, যশোর

জানাজা ও দাফন : ১১ই মে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নেওয়ার পথে গাড়িতেই শাহাদতবরণ করেন। অতঃপর ১২ই মে সকালে জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হয়।

ইমামতি করেন : মাওলানা আনওয়ারুল কারীম যশোরী

শহীদ মাওলানা সিহাব উদ্দিন

৩৬

পিতার নাম : শামসুল হক

মাতার নাম : আনোয়ারুন্নেসা

বয়স/জন্ম তারিখ : ৫৪

এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : ১৫১৫৩৮৩৪৮৯২২৫

পেশা : শিক্ষকতা, বগাচতর নুরিয়া গনিউল উলুম ফাজিল মাদরাসা, থানা : সীতাকুণ্ড, জেলা : চট্টগ্রাম

বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত

পরিবারের সদস্য : একজন স্ত্রী,দুই ছেলে,এক মেয়ে

অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : পূর্ব ডোমখালী, ইউনিয়ন : সাহেবখালী, থানা : মিরেরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : পূর্ব ডোমখালী, ইউনিয়ন : সাহেবখালী, থানা : মিরেরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম

শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩

শাহাদাতের স্থান : শাপলা চত্বর

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** পরিবার দেয়া তথ্য মতে-৫ই মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে যোগ দিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

কবরস্থান: বাড়ির পাশে পারিবারিক কবরস্'ান, পূর্ব ডোমখালী, সাহেবখালী, মিরেরসরাই, চট্টগ্রাম।

জানাজা ও দাফনের তথ্য : পরিবার ও আত্মীয়স্বজন চেয়েছিল তার কর্মস্'ল বগাচতর নুরিয়া গনিউল উলুম ফাজিল মাদরাসা মাঠে জানাযা পড়তে। কিন্' প্রশাসন ও আওয়ামী লীগ বাধা প্রদান করে। অতঃপর নিজগ্রাম পূর্ব ডোমখালী বাড়ির পাশে ফসলী জমিতে হাঁটুসমান পানিতে দাঁড়িয়ে জানাযা পড়া হয়।

ইমামতি করেন : শহীদের সহকর্মী মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন

শহীদ মোঃ মাহমুদ হাছান ৩৭

পিতার নাম : মোঃ সামছুল হক

মাতার নাম : মাহমুদা বেগম

বয়স/জন্ম তারিখ : ৪৫০১/০১/১৯৬৮

এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : ১৯১৮৭৮৬৯২৪৯৫৭

পেশা : মুহাদ্দিস, নারায়নগঞ্জ মাদরাসা। নারায়ণগঞ্জে কাপড়ের ব্যবসা করতেন।

বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত

পরিবারের সদস্য : এক স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়ে

অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম :হাফেজ বাড়ী, শ্রীরামপুর। ডাকঘর : মাহিন বাজার। থানা : নাঙ্গলকোট, জেলা : কুমিল্লা।

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম :হাফেজ বাড়ী, শ্রীরামপুর। ডাকঘর : মাহিন বাজার। থানা : নাঙ্গলকোট। জেলা : কুমিল্লা

শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩

শাহাদাতের স্থান : জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম

যেভাবে শহীদ হলেন : ৫ মে ২০১৩ হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে যোগ দেন। বিকেলে বাইতুল মোকাররম মসজিদ এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন। ৬ই মে সকাল আনুমানিক ৮টায় নিহতের শ্বশুর জানতে পারেন যে, মাহমুদ মারা গেছেন। তাঁর লাশ ঢাকার ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে রয়েছে। তিনি সেখান থেকে লাশ গ্রহণ করেন।

কবরস্থান: কামরাঙ্গীরচর হাফেজ্জি হুজুর কবরস্'ান।

জানাজা ও দাফন : হাফিজ্জি হুজুর প্রতিষ্ঠিত কামরাঙ্গীরচর জামিয়া নূরিয়া মাদরাসা।

শহীদ হাফেজ মাওলানা আনওয়ার শাহ্ ৩৮

পিতার নাম : আবুল হাসনাত
মাতার নাম : হাছিনা আফরোজ
বয়স/জন্ম তারিখ : ২২
জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : ১৯৯৪৭৫১১০৪৭১২২৭৮৪
পেশা : ছাত্র : জামিয়া শার্ইয়্যাহ্, মালিবাগ, ঢাকা
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : বাবা মা, ৫ভাই ও ২ বোন।
অস্থায়ী ঠিকানা : ১নং বাসা স্টকইয়ার্ড, মনসুরাবাদ, ডবল মুরিং, চট্টগ্রাম।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : মুনশীবাড়ি, শ্রীনগর, ডাকঘর : আহমদনগর, থানা : চাটখিল, জেলা : নোয়াখালী
শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩। আনুমানিক সময় : রাত আট ঘটিকা
শাহাদাতের স্থান : রক্তাক্ত শাপলার প্রান্তর

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** পরিবার বলছে- তিনি তখন জামিয়া শার্ইয়্যাহ মালিবাগে পড়াশোনা করতেন। সেখান থেকে ৫ই মে ২০১৩ এর ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিতে যোগ দেন। সেই রাত্রেই তিনি রাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে সেখানেই আহত হোন। অতঃপর ইসলামিয়া হাসপাতাল থেকে তার লাশ গ্রহণ করে পরিবার।

কবরস্থান: পারিবারিক কবরস্'ান, মুনশীবাড়ি, শ্রীনগর, নোয়াখালী।
জানাজা ও দাফন তথ্য : পারিবারিকভাবেই দাফন-কাফনের আয়োজন করা হয়েছে এবং নিজেদের পারিবারিক কবরস্'ানে সমাহিত করা হয়।

শহীদ হাবিবুল্লাহ

৩৯

পিতার নাম : আবুল মুন্সী
মাতার নাম : সাদিয়া
বয়স/জন্ম তারিখ : ৩৫
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) :
পেশা : রিকশা চালক
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : এক স্ত্রী, এক ছেলে, দুই মেয়ে।
অস্থায়ী ঠিকানা : পূর্ব বাগমারা, থানা সিদ্ধিরগঞ্জ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : দারচর, থানা : কচুয়া, জেলা : চাঁদপুর।
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩।
শাহাদাতের স্থান : মাদানী নগর মাদরাসার নিকটে।

যেভাবে শহীদ হলেন : সিদ্ধিরগঞ্জে মাদানীনগর মাদরাসার কাছে ৬ মে সকালে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান বলে জানা গেছে।

কবরস্থান: গ্রামের বাড়ি, দারচর, কচুয়া, চাঁদপুর

জানাজা ও দাফন : বাঘমারা বাইতুল মুকাদ্দাস জামে মসজিদ

শহীদ একে এম রেহান আহসান ৪০

পিতার নাম : মৃত : একে এম মামুন আহসান
মাতার নাম : মোছা. ইফফাত আরা বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ৩০/১১/১৯৯২
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : ১৯৯২৬৪২৫০০৭২৩৬৬৭০
পেশা : ছাত্র, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স (বুয়েট)
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : মা ও দুই বোন
অস্থায়ী ঠিকানা : মহল্লা : পার নওগাঁ স্টেডিয়াম পাড়া, নওগাঁ সদর, নওগাঁ
স্থায়ী ঠিকানা : মহল্লা : পার নওগাঁ স্টেডিয়াম পাড়া, নওগাঁ সদর, নওগাঁ
শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : মাদানীনগর মাদরাসা সংলগ্ন ঢাকা-চিটাগাং মহাসড়ক

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** মাদানীনগর মাদরাসা সংলগ্ন ঢাকা-চিটাগাং মহাসড়কে পুলিশ যুবলীগ ও ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীর আক্রমণের শিকার হয়ে শাহাদাতবরণ করেন।

কবরস্থান: পিরোজপুর মাদরাসা সংলগ্ন, পারনওগাঁ কবরস্'ান, নওগাঁ
জানাজা ও দাফন তথ্য : নওগাঁ স্টেডিয়াম মাঠ
ইমামতি করেন : মাওলানা হেলাল হাসেমী

শহীদ মোঃ মতিউর রহমান ৪১

পিতার নাম : আমানত উল্লাহ

মাতার নাম : মনোয়ারা বেগম

বয়স/জন্ম তারিখ : ২৭ বছর। ২০/১১/১৯৮৮

এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : ২২১৬৬৬৬৭৫৯৬৩৭

পেশা : ছাত্র, ক্বেরাত বিভাগ, রাজাখালী মা'হাদ উম্মুল ক্বোরা ওয়াসসুন্নাহ দারুল ইফতা, চট্টগ্রাম।

বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত

পরিবারের সদস্য : দুই ভাই, তিন বোনের পরিবার।

অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : উখিয়ার ঘোনা, টিলাপাড়া, ডাকঘর : কাউয়ারকূপ, থানা : রামু, জেলা : কক্সবাজার।

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : উখিয়ার ঘোনা, টিলাপাড়া, ডাকঘর : কাউয়ারকূপ, থানা : রামু, জেলা : কক্সবাজার।

শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩

শাহাদাতের স্থান : কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশন

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** তারা মূলত চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা অবরোধে অংশগ্রহণ করার জন্য ঢাকার দিকে রওনা দেন। কিন্ ফ্যাসিবাদের প্রধান সহযোগী পুলিশ তাদেরকে কুমিল্লা আটকিয়ে দেয়। তারা সেখানেই অবস্থান করেন। পরের দিন সকালে বিনা-উস্কানিতে তৌহিদি জনতার উপর গুলি বর্ষণ শুরু করে পুলিশ। সেই গুলিতে শাহাদতের সুধা পান করেন আমাদের আলোচিত শহীদ মতিউর রহমান ।

কবরস্থান: পারিবারিক কবরস্'ান

জানাজা ও দাফন : তারিখ : ০৮/০৫/২০১৩- সকাল দশটা

শহীদ মাওলানা আমিরুল ইসলাম ৪২

পিতার নাম : মৌলানা শামসুল ইসলাম
মাতার নাম : রহিমা বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ০৪/০২/১৯৭৫
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : ৯১২০০১১৫৩২
পেশা : শিক্ষক, খাগড়াছড়ি মাদরাসা
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : এক স্ত্রী, এক ছেলে, দুই মেয়ে। একজন বিবাহিত, অন্যজন শিক্ষার্থী।
পরিবারের বর্তমান অবস্থা : নিম্নবিত্ত পরিবার
অস্থায়ী ঠিকানা : ফেনির কুল, পোস্ট ও থানা : রামগড়, জেলা : খাগড়াছড়ি।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : সোনাইপুর, পোস্ট ও থানা : রামগড়, জেলা : খাগড়াছড়ি।
শাহাদাতের তারিখ : ২/০৮/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : শাপলা প্রান্তর

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** ঐতিহাসিক ৫ই মে শাপলা চত্বরে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নির্মম আক্রমণের শিকার হোন। অতঃপর কাকরাইল ইসলামী হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করে সাময়িক সময়ের জন্য সুস্থতা অনুভব করলে তিনি গ্রামে ফিরে যান। অতপর ২/০৮/২০১৩ পুনরায় অসুস্থ হয়ে খাগড়াছড়ি থেকে চিটাগাং হাসপাতালে যাওয়ার পথে শাহাদতবরণ করেন।

কবরস্থান: ফেনীরকুল পুরাতন কবরস্'ান,রামগড়, খাগড়াছড়ি।
জানাজা ও দাফন : ফেনিরকুল পুরাতন কবরস্'ান।
ইমামতি করেন : মাওলানা শাসছুল ইসলাম শহিদের পিতা

শহীদ মাওলানা নোমান ৪৩

পিতার নাম : আব্দুল করিম
মাতার নাম : মোছা. সালেহা বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ৩২
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : হয় নাই
পেশা : শিক্ষক
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : একজন স্ত্রী, চার ভাই, ২ বোন
অস্থায়ী ঠিকানা : মিছনির পাড়া। নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
স্থায়ী ঠিকানা : মিছনির পাড় আইডিয়াল স্কুল সংলগ্ন, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।
শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : হাটহাজারী মাদরাসার গেইটের সামনে

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** হাটহাজারী মাদরাসার গেইটে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের গুলিতে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন।

কবরস্থান: নিজ এলাকা, মিছনির পাড়, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

জানাজা ও দাফন : জানাযা হয় নাগেশ্বরী আইডিয়ার মসজিদ মাঠে।

শহীদ মাওলানা নজরুল ইসলাম ৪৪

পিতার নাম : মোঃ মমতাজ উদ্দিন
মাতার নাম : শামসুন্নাহার বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ১০/১০/১৯৮২
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : নাই
পেশা : মাদরাসার শিক্ষক ও সাংবাদিকতা
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : মা, এক ভাই ও চার বোন। স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।
অস্থায়ী ঠিকানা : মিরপুর ০১, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : দাইরের পাড়, চক তাতারদী, পোস্ট অফিস : লেবুতলা, থানা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী
শাহাদাতের তারিখ : ১৪/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল

যেভাবে শহীদ হলেন : ৫ই মে পুলিশের গুলিতে আহত হন, অতঃপর তাকে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করে আরও গভীর করে আহত করা হয়। অতঃপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৪ই মেশাহাদতবরণ করেন।

কবরস্থান: মনোহরদী দাইরের পাড় সর্দার বাড়ী কবরস্'ান।

জানাজা ও দাফন : নিজ বাড়িতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং দাইরের পাড় কবরে দাফন করা হয়।

শহীদ সাদিক মিয়া

৪৫

পিতার নাম : রহিচ মিয়া
মাতার নাম : রানু বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ২০/০৯/১৯৮৫
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ):২৬১১২৯৩২২৬৬২৬
পেশা : পানি ফিল্টার ব্যবসা
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : এক মেয়ে
অস্থায়ী ঠিকানা : আল হেলাল জামে মসজিদ সংলগ্ন, পূর্ব বক্সনগর, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : বড়াইল উত্তর, মাখনের বাড়ি, নবী নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : মাদানীনগর মাদরাসা সংলগ্ন দশতলা বিল্ডিং মোড়

যেভাবে শহীদ হলেন : ০৬ই মে সকালে মাদানীনগর মাদরাসা থেকে মাইকে ঘোষণা হয় মাদরাসার উপর হামলা করছে পুলিশ, র‍্যাব, ছাত্রলীগ,যুবলীগ ও স্বে”ছাসেবক লীগের গুণ্ডারা। আপনারা মাদরাসাকে বাঁচান। তখন অন্যান্যদের মতো শহীদ সাদিক মিয়াও এগিয়ে আসেন। সে মূলত তার কাজেই বের হয়েছিল। কিন্ত মাদরাসার ডাকে সাড়া দিতে গিয়েই শাহাদাত বরণ করেন।

কবরস্থান: শুকুরশি কবরস্”ান, ডেমরা, ঢাকা।

জানাজা ও দাফন : জানাযা সম্পন্ন ডেমরা দারুন নাজাত মাদরাসা ময়দান।

শহীদ আবদুল গফুর ৪৬

পিতার নাম : আবু তাহের
মাতার নাম : সুরাইয়া বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ৩৫
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ): ৩৭৪৯২৩৮১৯৬
পেশা : রাজমিস্ত্রি
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : নিঃসন্তান
অস্থায়ী ঠিকানা : ঢাকা চট্টগ্রাম রোড, থানা : সিদ্ধিরগঞ্জ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা : সব্দিরামপুর কালি বাড়ি, থানা : ফরিদগঞ্জ, জেলা : চাঁদপুর
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : মাদানীনগর মাদরাসা সংলগ্ন ঢাকা চিটাগাং মহাসড়ক।

যেভাবে শহীদ হলেন : সিদ্ধিরগঞ্জে মাদানীনগর মাদরাসার কাছে ৬ মে সকালে নাকে গুলিবিদ্ধ হয়। সেই গুলি বের হয় মাথার অপর পাশ দিয়ে। খুবই মর্মান্তিকভাবে শাহাদতবরণ করেন।

কবরস্থান: সব্দিরামপুর কারিদের বাড়ি কবরস্'ান, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর
জানাজা ও দাফন : সব্দিরামপুর কবিরাজ বাড়ি জামে মসজিদ ময়দানে তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।
ইমামিত করেন : সব্দিরামপুর কবিরাজ বাড়ি জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা ফয়জুর রহমান

শহীদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল মামুন ৪৭

পিতার নাম : মুহাম্মাদ সুলাইমান
মাতার নাম : আয়েশা খাতুন
বয়স/জন্ম তারিখ : ১০/১০/১৯৯১
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ): ১৯৯১১৫১৩৭৫৯০৪৫৩৬২
পেশা : টেইলারিং
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : মা, দুই ভাই ও এক বোন
অস্থায়ী ঠিকানা : আনু মিয়া কোম্পানির বাড়ি, গ্রাম : দক্ষিণ মিরেরখিল, ওয়ার্ড নং ০৮,
থানা : হাটহাজারি, জেলা : চট্টগ্রাম
স্থায়ী ঠিকানা : আনু মিয়া কোম্পানির বাড়ি, গ্রাম : দক্ষিণ মিরেরখিল, ওয়ার্ড নং ০৮,
থানা : হাটহাজারি, জেলা : চট্টগ্রাম
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : হাটহাজারী মাদরাসার সামনে

যেভাবে শহীদ হলেন : মে মাসের ৬ তারিখ উত্তাল সেই সময়ে আব্দুল্লাহ আল মামুন হাটহাজারী মাদরাসার গেইটে মাদরাসার নিরাপত্তার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্ ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী পুলিশ ও ছাত্রলীগের অতর্কিত হামলায় আমাদের আলোচিত শহীদ আবদুল্লাহ আল মামুন শাহাদতবরণ করেন।

কবরস্থান: হাটহাজারী নুর মসজিদ কবরস্'ান

জানাজা ও দাফন : তারিখ : ০৬/০৫/স্'ান : হাটহাজারী মাদরাসা ময়দান।

ইমামতি করেন : আল্লামা শাহ আহমাদ শফি

শহীদ মোঃ জসীম উদ্দিন ৪৮

পিতার নাম : সিরাজুল হক
মাতার নাম : সুরাইয়া বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ২১/০৬/১৯৮১
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ):১৯৮১১৫১৩৭৫৯৩২৫
পেশা : ব্যবসায়ী
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : বাবা, মা, এক স্ত্রী, এক ছেলে, দুই ভাই ও দুই বোন
অস্থায়ী ঠিকানা : হাশেম কর্নেলের বাড়ি, দক্ষিণ মিরেরখিল, ৮ং ওয়ার্ড, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
স্থায়ী ঠিকানা : হাশেম কর্নেলের বাড়ি, দক্ষিণ মিরেরখিল, ৮ং ওয়ার্ড, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : হাটহাজারী মাদরাসার গেইটের সম্মুখভাগে।

যেভাবে শহীদ হলেন : ঐতিহাসিক ৫ই মে এর পরদিন। ৫ই মে দিবাগত রাতজুড়ে সরকারের গুণ্ডা বাহিনী গণহত্যা চালিয়ে হেফাজতের অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছে। এর প্রতিবাদে পরদিন সকালে গর্জে উঠেছিল হাটহাজারী মাদরাসার ছাত্রজনতা। কিন্ত সেই নিরীহ ছাত্রজনতার উপর পুলিশ র‍্যাব ও ছাত্রলীগ যুবলীগ হামলা করে। সেই হামলায় শাহাদাতবরণ করেন আমাদের আলোচিত শহীদমোঃ জসীম উদ্দিন ।

কবরস্থান: পারিবারিক কবরস্'ান,দক্ষিণ মিরেরখিল, ৮ং ওয়ার্ড, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
জানাজা ও দাফন : হাটহাজারী মাদরাসা ময়দানে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।
ইমামতি করেন : আল্লামা শাহ আহমাদ শফি

শহীদ মোহাম্মদ নিজামুল হক ৪৯

পিতার নাম : আব্দুল হক

মাতার নাম : নুর বেগম

বয়স/জন্ম তারিখ : ৩২

এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ):নাই

পেশা : কাভার্ড ভ্যান চালক

বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত

পরিবারের সদস্য : এক স্ত্রী, মা, ছোট ভাই, ৩ বোন, ১ মেয়ে

পরিবারের বর্তমান অবস্থা : একেবারেই শোচনীয় অবস্থায় আছেন মেয়েকে নিয়ে।

স্থায়ী ঠিকানা :গ্রাম : পশ্চিম মাদারবাড়ী, ডিটি লেন, ডাকঘর : বন্দর, থানা ডাবলমুরিং, জেলা : চট্টগ্রাম।

স্থায়ী ঠিকানা : হামেশ কর্নেলের বাড়ি, দক্ষিণ মিরেরখিল, ৮ং ওয়ার্ড, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩। সময় : দুপুর ১টা।

শাহাদাতের স্থান : কাঁচপুর ব্রীজ, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

যেভাবে শহীদ হলেন : ৬ই মে ২০১৩ সকালে ঢাকা থেকে কার্ভার ভ্যান নিয়ে চট্টগ্রামে ফিরার পথে, নারায়গঞ্জ কাঁচপুর এলাকায় পুলিশের গুলিতে শাহাদতবরণ করেন।

কবরস্থান: গণকবর। চৈতন্যগলি কবরস্'ান, সদর, চট্টগ্রাম।

জানাজা ও দাফন : গণকল্যাণ মসজিদ ময়দান, বড়ইগাছ তলা, মাদারবাড়ি,চট্টগ্রাম।

শহীদ মোঃ সেকিন্দার ৫০

পিতার নাম : ময়েজ

মাতার নাম : মোছাঃ জবেদা

বয়স/জন্ম তারিখ : ৫১ বছর

এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ):১৯৬২১০১০৬৫৪০১৪৫৩৭

পেশা : কৃষি

বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত

পরিবারের সদস্য : এক স্ত্রী, একজন ছেলে ও একজন মেয়ে।

অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : কাতলা, পোস্ট : কুন্দগ্রাম শিববাটি, থানা : আদমদিঘী, জেলা : বগুড়া।

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : পশ্চিম মাদারবাড়ী, ডিটি লেন, ডাকঘর : বন্দর, থানা ডাবলমুরিং, জেলা : চট্টগ্রাম।

শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩

শাহাদাতের স্থান : রক্তাক্ত শাপলার পাদদেশে।

যেভাবে শহীদ হলেন : ৫ই মে হেফাজতের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিতে যোগদান করেছেন। পরিবারের ধারণা, তাকে সরকার বাহিনী হত্যা করে লাশ গণকবর দিয়েছে।

কবরস্থান: লাশের কোন তথ্য পরিবারের কাছে পৌঁছেনি।

জানাজা ও দাফন : লাশের কোন তথ্য পরিবারের কাছে পৌঁছেনি।

শহীদ হাফেজ মোঃ শাহাদৎ হোসেন ৫১

পিতার নাম : নাজিম উদ্দিন মিস্ত্রি
মাতার নাম : শাহিন আক্তার
বয়স/জন্ম তারিখ : বয়স : ১৬ তারিখ : ১৭/১০/১৯৯৬
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ):করা হয়নি
পেশা : কৃষি
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : বাবা, মা, ছোট ভাই, ছোট বোন।
অস্থায়ী ঠিকানা : বাসা : রওশন ম্যানসন, কামালপাড়া, কলাতলি, হাটহাজারী বাস-স্টেশন, জেলা : চট্টগ্রাম
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : পশ্চিম মাদারবাড়ী, ডিটি লেন, ডাকঘর : বন্দর, থানা ডাবলমুরিং, জেলা : চট্টগ্রাম
শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : হাটহাজারী মাদরাসার গেইট সংলগ্ন রোড।

যেভাবে শহীদ হলেন : ৬ই মের সকালে বিনাউস্কানিতে পুলিশ নিরীহ নিরস্ত্র ছাত্র জনতার উপর হামলা করে। সেই অতর্কিত হামলায় গুলিবিদ্ধ হন হাফেজ শাহাদৎ হোসেন। সেখান থেকে হাটহাজারী আধুনিক হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

কবরস্থান: জুরপুকুর পর, কবরস্'ান, চট্টগ্রাম।

জানাজা ও দাফন : পাবিরাবিক কবস্'ানে দাফন করা হয়।

শহীদ মোঃ শরিফ

৫২

পিতার নাম : মরহুম ক্বারী আব্দুর রহীম
মাতার নাম : সালেহা বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ০৫/০১/১৯৮৭
এন আই ডি/ (ছবি সহ) : ১৯৮৭২৬১৭২৮৩০০০৩৪১
পেশা : ছাত্র (নবম শ্রেণী)
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
অস্থায়ী ঠিকানা : নীমতলা, কোনাপাড়া, জিরানী, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : পীর ফাতেহাবাদ, ডাকঘর : পীর বাড়ী, থানা : দেবিদ্ধার, জেলা : কুমিল্লা।
পরিবারের সদস্য : চার বোন ও মা।
শাহাদাতের তারিখ : সম্ভাব্য ০৫/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : পরিবারের ধারণামতে শাপলা চত্বর

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** পরিবারের তথ্যমতে- উত্তাল সেই ৫ই মে এর ঢাকা অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু এর পর থেকে তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।

কবরস্থান: লাশ পাওয়া যায়নি।

জানাযা ও দাফনের তথ্য : লাশ পাওয়া যায়নি।

শহীদ মোঃ সাইফুল ইসলাম ৫৩

পিতার নাম : হাফেজ মোঃ সিরাজুল ইসলাম
মাতার নাম : মোছাঃ মাসুমা বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ০৬/০৯/১৯৯১
এন আই ডি/ (ছবি সহ) : নাই
পেশা : ছাত্র
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : দক্ষিণ নগর, মালিগাঁও, পোস্ট অফিস : কালাসোনা বাজার, থানা : দাউদকান্দি, জেলা : কুমিল্লা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : গ্রাম : দক্ষিণ নগর, মালিগাঁও, পোস্ট অফিস : কালাসোনা বাজার, থানা : দাউদকান্দি, জেলা : কুমিল্লা।
পরিবারের সদস্য : বাবা-মা, পাঁচ ভাই ও এক বোন।
শাহাদাতের তারিখ : ০২/০৮/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : নিজ বাড়ি

যেভাবে শহীদ হলেন : উত্তাল ৫ই মে শাপলা চত্বর পুলিশের ধাওয়া খেয়ে কোনো এক গেটের চিপায় আটকা পড়ে যান। সেখান থেকে বের হতে পারছিলেন না। অনেক কষ্টে বের হওয়ার পর আবার ভীড়ের মধ্যে পড়ে আধামরা হয়ে যান। সেখান থেকে অনেক কষ্টে গাড়িতে উঠতে যাবেন, এমন মুহূর্তে পুলিশ লাঠি চালায়। এতে তিনি আরও বেশি আহত হয়ে পড়েন। লাঠির আঘাতগুলো বেশ গভীর ছিলো। এই আঘাত নিয়েই কোনোমতে মাদরাসায় যান। সেখান থেকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাড়িতে জানানো হলে বাড়ির লোকজন গিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসেন। কিন্ কোনভাবেই পূর্ণ সুস্ হয়ে উঠছিলেন না। পরিবার তাড়াহুড়া করে আবারও হাসপাতলে ভর্তি করে। অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে। বেশ কিছুদিন থাকার পর ডাক্তারগণ পরামর্শ দেন, তাকে বাড়িতে নিয়ে যান। তাকে আর বাঁচানো সম্ভব হবে না। অতপর ০২শা আগস্ট ২০১৩ সালে মঙ্গলবার শাহাদাতবরণ করেন।

কবরস্থান: দক্ষিণ নগর উত্তরপাড়া মসজিদ সংলগ্ন কবরস্'ান।
জানাযা ও দাফনের তথ্য :দক্ষিণ নগর উত্তরপাড়া মসজিদ ময়দানে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।
ইমামতি করেন : শহীদের আপন চাচা মাওলানা হাবীবুল্লাহ

শহীদ আতাউর রহমান ৫৪

পিতার নাম : ছিদ্দিকুর রহমান

মাতার নাম : মোছাঃ নুর জাহান বেগম

বয়স/জন্ম তারিখ : ০১/০২/১৯৮৯

এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : ৬১১৮১২৭০৬৩০০৫

পেশা : শিক্ষকতা। মুদাফা জামিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা

বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত

অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : সুতিয়াপাড়া, পোস্ট অফিস : আজমপুর ২২৫০,থানা : ফুলপুর, জেলা : মোমেনশাহী।

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : সুতিয়াপাড়া, পোস্ট অফিস : আজমপুর ২২৫০,থানা : ফুলপুর, জেলা : মোমেনশাহী।

পরিবারের সদস্য : বাবা-মা ও একজন বড় ভাই।

পরিবারের বর্তমান অবস্থা : নিম্নবিত্ত

শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩

শাহাদাতের স্থান : শাপলা চত্বর

যেভাবে শহীদ হলেন : ঐতিহাসিক ৫ই মে ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরে গুলিবিদ্ধ হয়। পরিবারের সূত্রমতে সেখানেই শাহাদাতবরণ করেন।

কবরস্থান: সুতিয়াপাড়া কবরস্থান, পোস্ট অফিস : আজমপুর ২২৫০,থানা : ফুলপুর, জেলা : মোমেনশাহী

জানাযা ও দাফনের তথ্য : বাড়ির পাশ্ববর্তী মসজিদ প্রাঙ্গনে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদ মাসুম খান

৫৫

পিতার নাম : বাবুল খাঁন

মাতার নাম : নূর জাহান বেগম

বয়স/জন্ম তারিখ : ১৫/০৩/১৯৮৬

এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : ১৯৮৮১৩১৪৫১১০২৩৩৫৯

পেশা : ইলিক্ট্রিশিয়ান

বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত

পরিবারের সদস্য : বাবা-মা চার বোন

অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : খাসের বাড়ি সেকদি, থানা : ফরিদগঞ্জ, জেলা : চাঁদপুর।

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : খাসের বাড়ি সেকদি, থানা : ফরিদগঞ্জ, জেলা : চাঁদপুর।

শাহাদাতের তারিখ : ০৬/০৫/২০১৩

শাহাদাতের স্থান : ঢাকা মহাসড়ক কাঁচপুর ব্রীজের উপর।

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** ৬ই মে ঢাকা-চিটাগাং মহাসড়ক কাঁচপুর ব্রীজের উপর অবস্থান করছিলেন শহীদ মাসুম খান । সেখানেই জালিম পুলিশের গুলিতে আহত হন। অতঃপর নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে নেওয়ার পথে শাহাদাতবরণ করেন।

কবরস্থান: সেকদি কবরস্'ান, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর

জানাযা ও দাফনের তথ্য : সেকদি গ্রামের জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সেই মসজিদের ইমাম সাহেব জানাযা পড়ান।

শহীদ রবিউল ইসলাম

৫৬

পিতার নাম : মোঃ ইলিয়াস শেখ
মাতার নাম : রিজিয়া বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ :০৮/০১/১৯৮২
এন আই ডি/ (ছবিসহ) :৪৮১৪০৮৫৩৯৪৮৯৬
পেশা : ঢাকা শহরে বিরাম্যমান ব্যবসা করতেন
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : এক স্ত্রীএক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ের বিবাহ হয়েছে।
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: সেনহাটি কাশেমপাড়া, পোস্ট অফিস : বাগিশপাড়া, থানা: দিঘলিয়া, জেলা :খুলনা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : সেনহাটি কাশেমপাড়া, পোস্ট অফিস : বাগিশপাড়া, থানা : দিঘলিয়া, জেলা : খুলনা।
শাহাদাতের তারিখ : নিখোঁজ ০৯/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : শাহাদাতের স্থান অজ্ঞাত। কারণ তার সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। পরিবার বলছে- তাকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে।

- **যেভাবে নিখোঁজ হলেন :** ৯ই মে আনুমানিক ১০/১১ টায় নিখোঁজ হন। তখন তিনি হাতিরঝিলের টিন টাওয়ার নামক বাড়িতে থাকতেন। সেই ৯ই মে এরপর থেকে আজও তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের ধারণা, ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনার পুলিশ বাহিনী হেফাজতের দায়ে গুম করে হত্যা করে ফেলেছে।

কবরস্থান: নিখোঁজ

শহীদ কামালুদ্দিন খাঁন ৫৭

পিতার নাম : আসাদুজ্জামান খাঁন
মাতার নাম : রৌশন আক্তার
বয়স/জন্ম তারিখ : ৫২ বছর
জন্ম নিবন্ধন নং/ এন আই ডি/ (ছবিসহ) :৬৭১০২৩১৫৪৪৮৫০
পেশা : ম্যানেজার
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : একজন স্ত্রী, এক মেয়ে ও দুই ভাই
অস্থায়ী ঠিকানা : বাসা : ১৯৮/২ লেন ২৫, ব্লক সি, এভিনিউ ৫, সেকশন ১১, মিরপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : বানেহর, পোস্ট অফিস : এম পাঁচগাঁও, থানা : আড়াউহাজার, জেলা : নারায়ণগঞ্জ।
শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩ সন্ধ্যায় ৬টা।
শাহাদাতের স্থান : উত্তরা ব্যাংক সংলগ্ন, ঐতিহাসকি শাপলা চত্বর।

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** উত্তাল ৫ই মে এর সন্ধ্যার সময় যখন ছাত্রলীগ ও যুবলীগ বোমা ফাটায়, সেই বোমার বিকট শব্দে শহীদ হার্টফেল করেন। অতপর হাসপাতালে নেওয়ার পর শাহাদাতবরণ করেন।

কবরস্থান: বাড়ির পুকুরপাড়ে পারিবারিক কবরস্'ান।
জানাযা ও দাফনের তথ্য :বানেহর জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে জানাযা সম্পন্ন হয়।
ইমামতি করেন : মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ

শহীদ সুমন মোল্লা

৫৮

পিতার নাম : হাবীবুল্লাহ মোল্লা
মাতার নাম : ফাতেমা বিবি
বয়স/জন্ম তারিখ : ১৯ [০৬/০১/১৯৯৫
এন আই ডি/ (ছবিসহ) :১৯৯৫৫৬৭০২৪৭১০০৪১০৯
পেশা :ছাত্র
বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
পরিবারের সদস্য : বাবা-মা, এক ভাই ও দুই বোন।
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : ভিটিকামালদী, পোস্ট অফিস : ধন্দি, থানা : আড়াইহাজার, জেলা : নারায়ণগঞ্জ।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : ভিটিকামালদী, পোস্ট অফিস : ধন্দি, থানা : আড়াইহাজার, জেলা : নারায়ণগঞ্জ।
শাহাদাতের তারিখ : ০৭/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : সানারপাড়, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

যেভাবে শহীদ হলেন : ০৫ই মে রাত্রে পুলিশের গুলিতে আহত হন। পরিবারের দেওয়া বিবরণে উঠে এসেছে, তিনিকপালে গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাতবরণ করেন।

কবরস্থান: ধন্দিভিটি কবরস্'ান, আড়াইহাজার, জেলা : নারায়ণগঞ্জ।

জানাযা ও দাফনের তথ্য : নিজগ্রামের ভিটিকালদী প্রাইমারী স্কুল মাঠে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ইমামতি করেন : নিজগ্রামের জামে মসজিদের ইমাম নরসিংদীর মাওলানা হাসান মাহমুদ

শহীদ জালাল আহমেদ কাজি ৫৯

পিতার নাম : শামসুদ্দীন কাজি
মাতার নাম : বেগম শামসুদ্দীন কাজি
বয়স/জন্ম তারিখ : ৬৫ বছর
এন আই ডি/ (ছবিসহ) : করাহয়নি
পেশা : ড্রাইভার
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : একজন স্ত্রী, দুই ছেলে ও তিন মেয়ে।
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : গুলমাইজ, পোস্ট অফিস : চামটা ৬নংওয়ার্ড, থানা : নড়িয়া, জেলা : শরিয়তপুর।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : গুলমাইজ, পোস্ট অফিস : চামটা ৬নংওয়ার্ড, থানা : নড়িয়া, জেলা : শরিয়তপুর।
শাহাদাতের তারিখ : ০৫/০৫/২০১৩
শাহাদাতের স্থান : সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

যেভাবে শহীদ হলেন : ঐতিহাসিক ৫ই মে এর সন্ধ্যায় পুলিশের গুলাগুলিতে সামনে পড়েন যান জালাল আহমেদ কাজি। তিনি গুলি থেকে বাঁচতে যখন ছুটছিলেন তখন চলন্ত গাড়ির সাথে ধাক্কা লেগে মারাত্মক আহত হয়ে শাহাদাতবরণ করেন।

কবরস্থান: বাড়ির পাশের গুলমাইজ কবরস্'ান, নাড়িয়া, শরিয়তপুর।

জানাযা ও দাফনের তথ্য : ঢাকাতে গোসল জানাযা সম্পন্ন করার পর বাড়িতে নেওয়া হয়। সেখানে শহীদের নিজ বাড়ির উঠানে দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদ ফারহান রহমান রাজা ৬০

পিতার নাম : মৃত অ্যাডভোকেট সাইদুর রহমান

মাতার নাম : ফেরদৌসি বেগম

জন্ম তারিখ : ১৩ .০৩. ১৯৭৮

বর্তমান ও স'ায়ী ঠিকানা : ফায়ার সার্ভিস মোড়, খালঘাট ঈদগাহ সংলগ্ন, ১ নং ওয়ার্ড, নতুন হুজরাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

পেশা : সাংবাদিকতায় নতুন জয়েন করেছিলেন। পূর্ব্যে ব্যবসা করতেন।

বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত, এক সন্তানের জনক।

শাহাদাতের স্থান ও তারিখ: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৯ মে

পরিবারের বর্তমান অবস্থা : শহীদের মা অসুস' । শহীদের একমাত্র কন্যাকে নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের ভাড়া থাকে। শহীদের ছোট খালা কিছুটা খরচাদি দেন। আর মেয়ে টিউশনি করে জীবন যাপন করছে। মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত। বিয়ের ব্যবস'া করা উচিৎ।

- **শাহাদাতের অবস্থার বিবরণ :** ৫ মে শাপলা চত্বরে গুলিবিদ্ধ হন। মেডিকেলে চিকিৎসা বিহীন রাখা হয়। ৬ মে উনার বড় বোনের কাছে ফোন করা হলে দ্রুত অপারেশনের জন্য অনুরোধ করা হয় এবং ঢাকায় অবস্থানরত ভাইদের দ্রুত পাঠান সেখানে। ৬ ও ৮ তারিখ দুইটি অপারেশন করা হয়। ৯ মে সকালে ইন্তেকাল করেন।

মাকবারা: রাজারামপুর, হালুয়াবান্ধা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন কবরস'ান

জানাজা ও দাফনের তথ্য: রাজারামপুর, হালুয়াবান্ধা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে রাত দশটায় রাজারামপুর ইয়াহইয়ায়ুস সুন্নাহ সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল মুমিনের ইমামতিতে হয়।

শহীদ মোঃ শিপলু হোসেন ৬১

পিতার নাম : মোঃ শাহাদাত হোসেন

মাতার নাম : মোছা: শিরিন আক্তার

বয়স/জন্ম তারিখ : ২৩/০৩/১৯৮৯

বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা : হরিনাপাড়া, চেয়ারম্যান বাড়ি রোড, মীরের বাজার, পূবাইল, গাজীপুর সিটি, গাজীপুর

পেশা : ব্যবসা (বালু, খোয়া বিক্রি)

বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত এক ছেলে

শাহাদাতের স্থান ও তারিখ: নিখোঁজ

এন আইডি নং : ৩৩২৩০২০৪৮৩৬৭০

- **পরিবারের বর্তমান অবস্থা:** পিতা মাতা জীবিত আছেন। তিনি নিখোঁজ হওয়ার পর উনার ছোট ভাইয়ের সাথে উনার স্ত্রীর বিবাহ দেওয়া হয়। সন্তান তাদের সাথে থাকেন। তার পড়াশোনার খরচ দাদি সেলাইয়ের কাজ করে জোগাড় করেন।

শাহাদাতের অবস্থার বিবরণ: ২০১৩ সালের ৫ মে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে বের হন। আর ফিরে আসেননি। অতঃপর কয়েকমাস পর থানায় জিডি করা হয়। কিন্ত কোনো হদিস করা যায়নি।

শহীদ আব্দুল কাফি

৬২

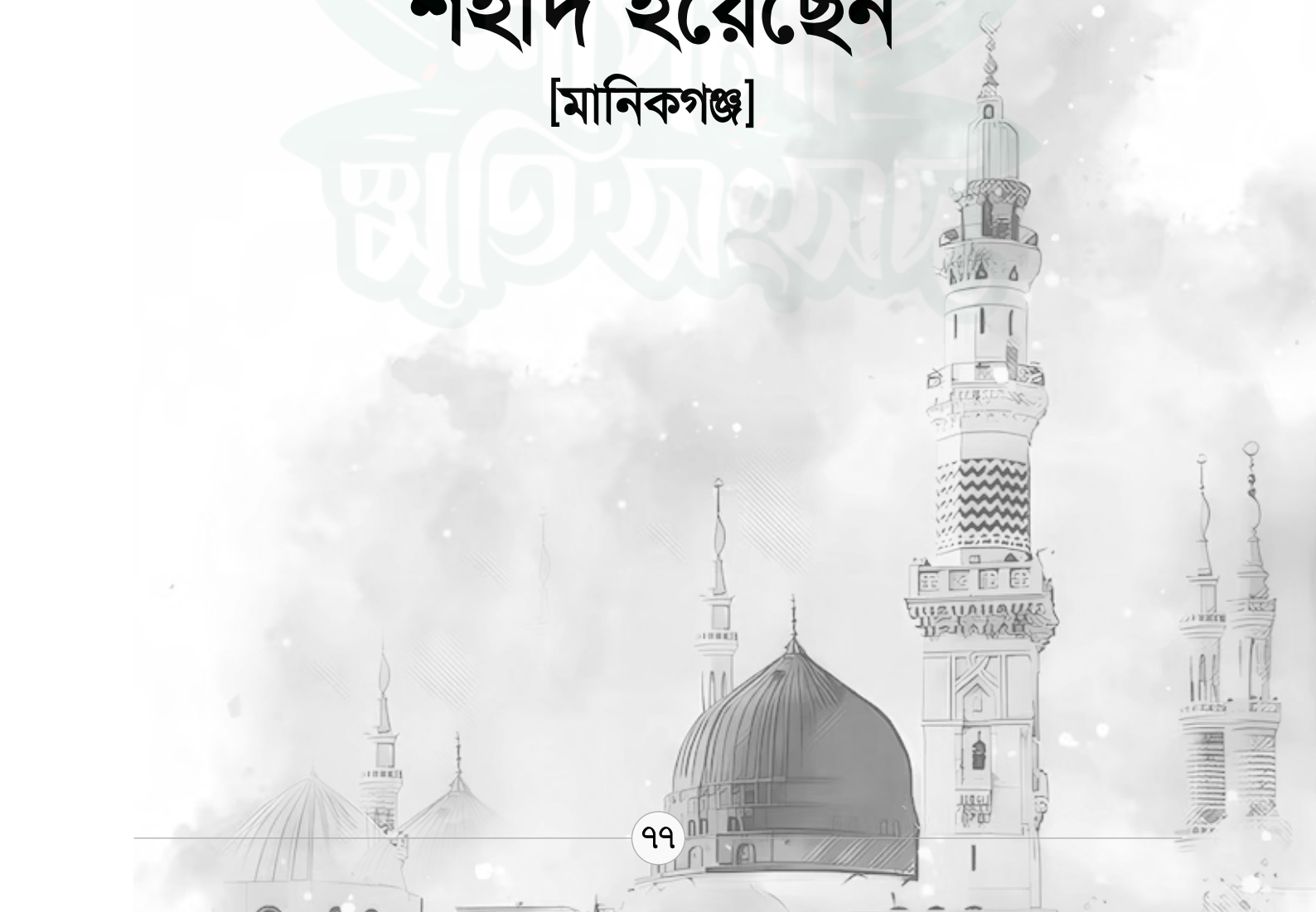
পিতার নাম : মৃত নাজিম উদ্দিন
মাতার নাম : জাহেদা বেওয়া
বয়স/জন্ম তারিখ : ২৫. ০৮. ১৯৫৬
বর্তমান ঠিকানা : তাজনগর মাঝপাড়া, ২ নং ইউনিয়ন, দাগলাগঞ্জ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর
পেশা : রিকশা চালক
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
শাহাদাতের স্থান ও তারিখ: ৫ মে নিখোঁজ
এনআইডি : ২৭১৩০৪৭৯৪৫০৫১

পরিবারের বর্তমান অবস্থা: শহীদের স্ত্রী দিনাজপুর ভাইয়ের বাড়িতে থাকেন। মেয়েরা কিছু খরচ দেন এবং নিজে কাজ করে চলছেন। তিন মেয়ে সকলের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। শহীদের জীবদ্দশায় দুই মেয়ের পরে এক মেয়ের।

শানে রেসালত আন্দোলনে ৫মে'র আগে যারা

শহীদ হয়েছেন

[মানিকগঞ্জ]



শহীদ মাওলানা নাছীরুদ্দীন ০২

পিতার নাম : ইউসুফ ব্যাপারী
মাতার নাম : ফাতেমা বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ২৪ বছর
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : নেই
পেশা : ব্যবসায়ী
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : বাবা-মা, তিন ভাই ও এক ছেলে
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : গোবিন্দল উত্তর পাড়া, থানা : সিংগাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : গোবিন্দল উত্তর পাড়া, থানা : সিংগাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ।
শাহাদাতের তারিখ : ২৪-০২-২০১৩
শাহাদাতের স্থান : নতুন বাজার, গোবিন্দল উত্তর পাড়া, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ।

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** শাহবাগে নাস্তিক ব্লগার কর্তৃক রাসুল সা. এর বিরুদ্ধে কটুক্তির প্রতিবাদে সারাদেশে যখনআন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে তখন নতুন বাজার পুলিশের গুলিতে আহত হন। ঘোনাপাড়া হাসপাতালে নেওয়ারপর তারাঢামেক রেফার করে। কিন্ত ঢামেক আনতে আনতে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর লাশ নিতে আসার পর পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশ মিথ্যা অভিযোগ করে যে, তার বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় মামলা আছে। এই পারপাসে শাহবাগ থানা তাদের থেকে ২০ হাজার টাকা চাঁদানেয়। অতঃপর লাশ হস্তান্তর করে।

কবরস্থান: গোবিন্দল উত্তর পাড়া কবরস্'ান, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ
জানাযা ও দাফনের তথ্য : গোবিন্দল গ্রামের মুফতি হারুন হাফি. এর ইমামতিতে জানাযা সম্পন্ন হয়।

শহীদ আলমগীর হোসেন রহ ০৩

পিতার নাম : আব্দুর রাজ্জাক
মাতার নাম : হনুফা খাতুন
বয়স/জন্ম তারিখ : ৩২
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) : নেই
পেশা : কৃষি
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : বাবা, তিন বোন ও দুই ভাই। এক ছেলে ও এক মেয়ে
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: গোবিন্দল মোল্লাপাড়া, থানা: সিংগাইর, জেলা: মানিকগঞ্জ।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : গোবিন্দল মোল্লাপাড়া, থানা : সিংগাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ।
শাহাদাতের তারিখ : ২৪-০২-২০১৩
শাহাদাতের স্থান : নতুন বাজার, গোবিন্দল মোল্লাপাড়া, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ।

যেভাবে শহীদ হলেন : শাহবাগে নাস্তিক ব্লগার কর্তৃক রাসুল সা. এর বিরুদ্ধে কটুক্তির প্রতিবাদে সারাদেশে যখন আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে তখন নতুন বাজার পুলিশের গুলিতে আহত হন। ঘোনাপাড়া হাসপাতালে নেওয়ার সময় হাসপাতালে পৌঁছার আগে মিছিলের স্থানেই শাহাদাতবরণ করেন।

কবরস্থান: চেয়ারম্যান বাড়ি কবরস্থান, গোবিন্দল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ
জানাযা ও দাফনের তথ্য: শহীদের নিজগ্রামের [গোবিন্দল]জামে মসজিদ ময়দানে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।
ইমামতি করেন : শহীদের মেজো ভাই মাওলানা আবু হানিফ।

শহীদ হাফেজ শহিদুল ইসলাম ০১

পিতার নাম : মৃত মাওলানা নাছির হোসেন

মাতার নাম : শহরবানু

বয়স/জন্ম তারিখ : ২৭ বছর

এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) :৫৬১৮২১৭৪১১৯১৭

পেশা : ছাত্র

বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত

পরিবারের সদস্য : মা ও এক বোন। বোনের বিবাহ হয়েছে।

অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : গোবিন্দল, পোস্ট : পূর্ব জাইল্লা, থানা :সিংগাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ।

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : গোবিন্দল, পোস্ট : পূর্ব জাইল্লা, থানা :সিংগাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ।

শাহাদাতের তারিখ : ২৪-০২-২০১৩

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** পুলিশের গুলিতে আহত হন। হাসপাতালে নেওয়ার পথে শাহাদাতবরণ করেন।

শাহাদাতের স্থান : নতুন বাজার, পূর্ব জাইল্লা, থানা :সিংগাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ।

কবরস্থান: জাইল্লা কবরস্থান, থানা :সিংগাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ।

জানাযা ও দাফনের তথ্য :জাইল্লা স্কুল মাঠে তার জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

ইমামতি করেন : মাওলানা জসিম উদ্দিন

শহীদ নাজিমুদ্দীন মোল্লা

৬৪

পিতার নাম : মজনু মোল্লা
মাতার নাম : রাজিয়া বেগম
বয়স/জন্ম তারিখ : ২৪
এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ):নাই
পেশা : ছাত্র
বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত
পরিবারের সদস্য : বাবা-মা ও চার বোন
অস্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : গোবিন্দল সরকার মহল্লা, থানা : সিংগাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: গোবিন্দল সরকার মহল্লা, থানা : সিংগাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ।
শাহাদাতের তারিখ : ২৪-০২-২০১৩
শাহাদাতের স্থান : নতুন বাজার, গোবিন্দল সরকার মহল্লা, থানা : সিংগাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ।

- **যেভাবে শহীদ হলেন :** শাহবাগে নাস্তিক ব্লগার কর্তৃক রাসুল সা. এর বিরুদ্ধে কটুক্তির প্রতিবাদে সারাদেশে যখন আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে তখন পুলিশ ও আওয়ামী লীগের গুলিতে আহত হন। ঘোনাপাড়া হাসপাতালে নেওয়ার পর আওয়ামীলীগ কর্তৃক বাধার সম্মুখীন হন। তাদের কারণে ডাক্তারগণ চিকিৎসা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অতঃপর হাসপাতালের বারান্দায় বিনাচিকিৎসায় কাতরাতে কাতরাতে শাহাদতবরণ করেন।

কবরস্থান: পারিবারিক কবরস্'ানে দাফন করা হয়।
জানাযা ও দাফনের তথ্য : শহীদের নিজ বাড়ির উঠোনে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।
ইমামতি করেন : শহীদের চাচাতো ভাই মাওলানা রুহল আমিন

শহীদমাওলানা আব্দুস সালাম রহ. ঝিনাইদাহ ০১

পিতার নাম : মৃত আব্দুল মজিদ

মাতার নাম : মমতাজ

বয়স/জন্ম তারিখ : ০২/০২/১৯৮১

এন আই ডি/জন্মনিবন্ধন নং (ছবি সহ) :৪৪২১৯০৪১২৬১৭৫

পেশা : শিক্ষকতা ।আরবি প্রভাষক ঝিনাইদহ সিনিয়র কামিল এম. এ. মাদরাসা।

বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত

পরিবারের সদস্য : এক স্ত্রী [যার অন্যত্র বিবাহ হয়েছে], এক ছেলে।

অস্থায়ী ঠিকানা : বাসা নং ৫৩, ফিরোজা মঞ্জিল, গ্রাম : মহিলা কলেজ রোড, পোস্ট অফিস : আদর্শপাড়া, ঝিনাইদহ সদর, জেলা : ঝিনাইদহ

স্থায়ী ঠিকানা : বাসা নং ৫৩, ফিরোজা মঞ্জিল, গ্রাম : মহিলা কলেজ রোড, পোস্ট অফিস : আদর্শপাড়া, ঝিনাইদহ সদর, জেলা : ঝিনাইদহ

শাহাদাতের তারিখ : ২২/০২/২০১৩

শাহাদাতের স্থান : নতুন হাটখোলা বাজার। স্থানীয় আলেমদের মিছিল।

যেভাবে শহীদ হলেন : শাহবাগে নাস্তিক ব্লগার কর্তৃক রাসুল সা. এর বিরুদ্ধে কটুক্তির প্রতিবাদে সারাদেশে যখন আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে তখন ঝিনাউদহেপুলিশ ও আওয়ামী লীগের গুলিতে নিহত হন।

কবরস্থান : মাটিপাড়া কবরস্থান, রাজবাড়ী

জানাযা ও দাফনের তথ্য : পুলিশী বাধার মধ্যেই ঝিনাইদহ হাসপাতাল ময়দান।

শাপলা স্মৃতি সংসদের কার্যক্রমের প্রতিবেদন

সময়কাল : অক্টোবর'২৫ - মার্চ'২৬

সংগৃহীত তথ্য

শাপলা স্মৃতি সংসদের নিকট এখন পর্যন্ত ৮৬ জন শহীদ ও ২২ জন আহতের তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে।

- ২০১৩ সালে ০৫ ও ০৬ই মে শাপলা চত্বরে শাহাদাতবরণকারী ৬১ জন ও আহত ১৭ জন।
- ২০১৩ সালে ০৫ মে'র আগে হেফাজতের আন্দোলনে শাহাদাতবরণকারী ৬ জন।
- ২০২১ সালে মোদি বিরোধী আন্দোলনে শাহাদাত বরণকারী ১৯ জন ও আহত ০৪ জন।
- ২০০১ সালে ফতোয়া বিরোধী আন্দোলনে আহত ০২ জন।

শহীদদের তথ্যসংগ্রহ

- শাপলা স্মৃতি সংসদ ০৩ জন শহীদের ও ১০ জন আহতের তথ্য সংগ্রহ করেছে (এই সময়ের মধ্যে)।

শহীদ পরিবারের সাথে যোগাযোগ ও সেবা

- স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুদান পাওয়ার জন্য শহীদ পরিবারের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রস্তুত ও সরবরাহ, শহীদ পরিবার ঢাকা আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়ার সার্বিক ব্যবস্থা এবং পরবর্তীতে অর্থ প্রাপ্তিতে যাবতীয় সহযোগিতা করা হয়েছে।
- ঈদুল ফিতর'২৬ উপলক্ষে ৭০টি শহীদ পরিবার ও ১৬ জন আহতকে ঈদ সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।
- ঈদুল ফিতর'২৬ উপলক্ষে ৫টি শহীদ পরিবার (যারা স্থানীয় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনুদান প্রাপ্ত নয়) ও ১৪ জন আহতকে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে।
- শাপলা স্মৃতি সংসদের প্রতিনিধি দল ৪টি শহীদ পরিবার ও ০৩ জন আহতের পরিবারে সরেজমিনে সাক্ষাৎ করে সার্বিক খোঁজ খবর নিয়েছে এবং অর্থ সহায়তা ও ০১ জন আহতের পরিবারে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়েছে।
- যশোরে শহীদ পরিবারের পারিবারিক জটিলতা নিরসনে দায়িত্বশীল গমন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নিয়মিত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে ১০ জনকে।

- শহীদ পরিবারের ০১ জন ও আহত ০৩ জনকে (০৭ বার) চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা সেবা প্রাপ্ত শহীদ ও আহত পরিবার: ৩টি

- ২০১৩ সালে আহত রফিকুল ইসলামের ৩ সন্তানের ভর্তি খরচ ও শিক্ষা উপকরণ কিনে দেওয়া হয়েছে (০৭-০১-২০২৬)।
- ২০১৩ সালে শহীদ হারুনুর রশীদের ছোট সন্তানকে মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়েছে পাশাপাশি তার যাবতীয় খরচের দায়িত্বও নেওয়া হয়েছে (০৯-০৩-২০২৬)।
- ২০১৩ সালে শহীদ মোয়াজ্জেম হক নান্নু রহ. এর সন্তানের শিক্ষা সহায়তা করা হয়েছে (২০-১২-২০২৫)।
- এছাড়াও আমাদের কাছে ১৫ জন এমন শহীদ সন্তানের তথ্য আছে, যাদের শিক্ষা সহায়তা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামসমূহ

০১. শহীদ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ইফতার মাহফিল (০৫-০৩-২০২৬)

০২. শাপলার চেতনা নতুন প্রজন্ম ও তৃণমূলের ছড়িয়ে দিতে শাপলা স্মৃতি কনফারেন্স এবং ডকুমেন্টারি প্রদর্শন সিলেট বিভাগ (২৮-১১-২০২৫)

০৩. শাপলার চেতনা নতুন প্রজন্ম ও তৃণমূলের ছড়িয়ে দিতে শাপলা স্মৃতি কনফারেন্স এবং ডকুমেন্টারি প্রদর্শন চট্টগ্রাম বিভাগ (০৫-১২-২০২৫)

০৪. কাকরাইল ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে সম্মাননা প্রদান (০৭-১০-২৫);

০৫. নির্বাহী বৈঠক ০১টি, বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠক ০৩টি;

শাপলা স্মৃতি সংসদ

কর্তৃক শহীদ ও আহতদের সহায়তা কার্যক্রমের প্রতিবেদন

শহীদদের তথ্য সংগ্রহ

শাপলা স্মৃতি সংসদের কাছে বর্তমানে মোট ৮৩ জন শহীদের তথ্য সংরক্ষিত আছে। এর বিভাজন নিম্নরূপ

- শাপলার শহীদ ৫৮ জন।
- শাপলা আন্দোলনে শহীদ ৬ জন।
- ২০২১ সালের মোদী বিরোধী আন্দোলনে শহীদ: ১৯ জন।

শহীদ পরিবারের সাথে সংযোগ ও সেবা:

- বর্তমানে শাপলা স্মৃতি সংসদ ২৫টি পরিবারকে নিয়মিত সেবা প্রদান করছে।
- প্রথম দফায় ৭০টি পরিবারকে এককালীন নগদ অর্থ ও ঈদ সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।
- দ্বিতীয় দফায় ৫০টি পরিবারকে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে।
- নিয়মিত অর্থ প্রদান কর্মসূচিতে এখন পর্যন্ত ১৩টি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- সংসদের প্রতিনিধি দল ১৩টি পরিবারের সাথে সশরীরে সাক্ষাৎ করে নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান ও তাদের খোঁজখবর নিয়েছেন।
- ০৯টি পরিবারে কোরবানির গোশত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
- যশোরে একজন শহীদের স্ত্রীর জানাজায় শাপলা স্মৃতি সংসদের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেছে।

চিকিৎসা ও শিক্ষা সেবা:

- ১০ জনকে নিয়মিত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে, যার মধ্যে ৫ জন শহীদ পরিবারের সদস্য এবং ৫ জন আহত ব্যক্তি রয়েছেন।
- ১টি শহীদ পরিবারকে শিক্ষা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

আয়োজিত বিশেষ কর্মসূচিসমূহ :

শহীদ ও আহত পরিবারের সম্মানে এখন পর্যন্ত মোট ৫টি বিশেষ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে:

১. শহীদ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ইফতার মাহফিল (২৫-০৩-২০২৫)

২. শাপলা স্মৃতি সংসদ কনফারেন্স (২৪-০৫-২০২৫)

৩. শাপলা স্মৃতি সংসদ গার্ডিয়ান্স ফোরাম (০৯-০৮-২০২৫)

৪. অংশীজনদের সম্মাননা অনুষ্ঠান (৩০-০৮-২০২৫)

৫. শহীদ পরিবারদের নিয়মিত অর্থ প্রদান কর্মসূচি (১২-০৯-২০২৫)

প্রতিবেদনটি ০৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রস্তুত করা হয়েছে।